খণ্ড ৭, সংখ্যা ১০

নভেম্বর ১৬-৩০, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

# নিউ ইন্ডিয়া সমাচার




## ১২তম সংবিধান দিবস

# বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদযাপনের সম্মান

২৬ নভেম্বর দিনটিকে এক সময়ে ইতিহাসে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে ভারত জুড়ে। ৭৭ বছরের এই যাত্রা সংবিধানের মূল ভাবনাকে সযত্নে ধারণ করে চলেছে। “আমরা, সাধারণ মানুষ” এখন আর সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি বাক্যবন্ধ হয়েই সীমাবদ্ধ নেই; তা হয়ে উঠেছে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠস্বর – যা ন্যায়বিচার, সমতা এবং স্বনির্ভরতার বার্তাকেই তুলে ধরে।

# মন কি বাত

## লোকশক্তির সামনে বিনম্র সমর্পণ



*‘মন কি বাত’ শুরু হয় ১২ বছর আগে, বিজয়া দশমীর দিন। তখন থেকেই এই অনুষ্ঠান চলছে ধারাবাহিকভাবে। এই যাত্রায় সহযাত্রী ও পথপ্রদর্শক হলেন দেশের মানুষ। ‘মন কি বাত’ হয়ে উঠেছে দেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রম, শৌর্য, নিষ্ঠা এবং দেশসেবার উদযাপনের এক অনন্য মঞ্চ। ২৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানটি তীর্থযাত্রার মতো – এমনটাই বলেছেন তিনি। দেশের মানুষের কর্মোদ্যোগ এবং অবদানকে কুর্ণিশ জানানোর সুযোগ এনে দেয় এই অনুষ্ঠান – একথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।*

- **একের পর এক প্রেরণাদায়ী আখ্যান:** ১২ বছর ধরে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ – যাঁদের অসাধারণ কর্মোদ্যোগ বহু ক্ষেত্রেই তেমন নজর কাড়ে না।

- **লোকশক্তির সামনে বিনম্র সমর্পণ:** আমি, বলতে গেলে, দেশের লোকশক্তি বা ‘মানুষের সম্মিলিত শক্তি’র সামনে নিজেকে সমর্পণ করি। এই অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ এনে দেয়।

- **ক্ষেতী বিরাসত মিশন:** পাঞ্জাবে বেশ কিছুদিন ধরে একটি কর্মসূচি চালু রয়েছে। ক্ষেতী বিরাসত মিশন নামের একটি সংগঠন জৈবচাষ এবং আমাদের চিরাচরিত কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণময়তা নিয়ে এসেছে।

- **হিভাল নদীর পুনরুজ্জীবন:** প্রকৃতিকে সম্মান জানানো আমাদের ঐতিহ্য। উত্তরাখন্ডের তেরি গারোয়াল অঞ্চলে সেই ভাবনারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই সেখানকার হিভাল নদীর জলস্তর কমতে শুরু করে... আশপাশের জলের উৎসও শুকিয়ে যেতে থাকে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রামবাসীরা এই নদীর পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হন। বৃষ্টির জল ধরে রাখা, ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় এবং বৃক্ষরোপণের কাজ শুরু হয়। এখন নদীটি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। এরই সঙ্গে, সেখানকার জলের উৎসগুলিও আবার ভরে উঠেছে।

- **ভোকাল ফর লোকাল:** উৎসবের সময়ে পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই অন্যরকম হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ এখন কেনাকাটার সময়ে দেশজ পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন। ‘ভোকাল ফর লোকাল’ মন্ত্র আমাদের পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে।

- **খাদি ও গ্রামীণ শিল্প:** এই বছর গান্ধী জয়ন্তীর দিনে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যের বিক্রি ২৮ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে – আগের বছরের তুলনায় ১.৫ কোটি টাকা বেশি। খাদির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এর মধ্যেই স্পষ্ট।

- **দেশের আস্থা:** ‘ই-সঞ্জীবনী’ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০ কোটি মানুষ টেলিফোনে চিকিৎসকের পরামর্শ পেয়েছেন। প্রযুক্তির কার্যকারিতা, আমাদের চিকিৎসকদের সেবা পরায়ণতা এবং দেশের মানুষের আস্থা এর মধ্যে প্রতিফলিত।

- **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির:** দেশজুড়ে কাজ করে চলেছে প্রায় ১.৯ লক্ষ ‘আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির’। সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষত গ্রামের মানুষ।

- **ব্যতিক্রমী উদ্যোগ:** আমাদের তরুণ-তরুণীরা এমন সব বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, যা মানবসভ্যতার ভবিষ্যতকেই পাল্টে দিতে পারে। এর মধ্যে একটি বিষয় হ’ল ‘ব্রেন রিসার্চ’। আইআইটি মাদ্রাজে ‘শুধা গোপালকৃষ্ণণ ব্রেন সেন্টার’ – এর উদ্বোধন করেছি আমি। এটি গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক গুণমানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

- **মহর্ষি বাল্মীকি:** হাজার হাজার বছর ধরে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ আমাদের নতুন পথের সন্ধান দিয়ে চলেছে। এই মহাকাব্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মূল্য, সেবা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেয়।

- **অযোধ্যায় বিভিন্ন মন্দির:** অযোধ্যায় মহর্ষি বাল্মীকি, নিষাদরাজ এবং মাতা শবরীর মন্দির গড়ে উঠেছে। অযোধ্যার বিমানবন্দর মহর্ষি বাল্মীকির নামাঙ্কিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

*মন কি বাত শোনার জন্য এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন*

# নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ১০ | নভেম্বর ১৬-৩০, ২০২৬



প্রধান সম্পাদক
**ধীরেন্দ্র ওঝা**
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
**সন্তোষ কুমার**

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
**পবন কুমার**

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
**অখিলেশ কুমার**
**চন্দন কুমার চৌধারি**

ভাষা সম্পাদক
**সুমিত কুমার (ইংরেজি)**
**রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)**
**নাদিম আহমেদ (উর্দু)**

সিনিয়র ডিজাইনার
**ফুলচাঁদ তিওয়ারি**

ডিজাইনার
**সত্যম সিং**
**অনিল কুমার**





**১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন**

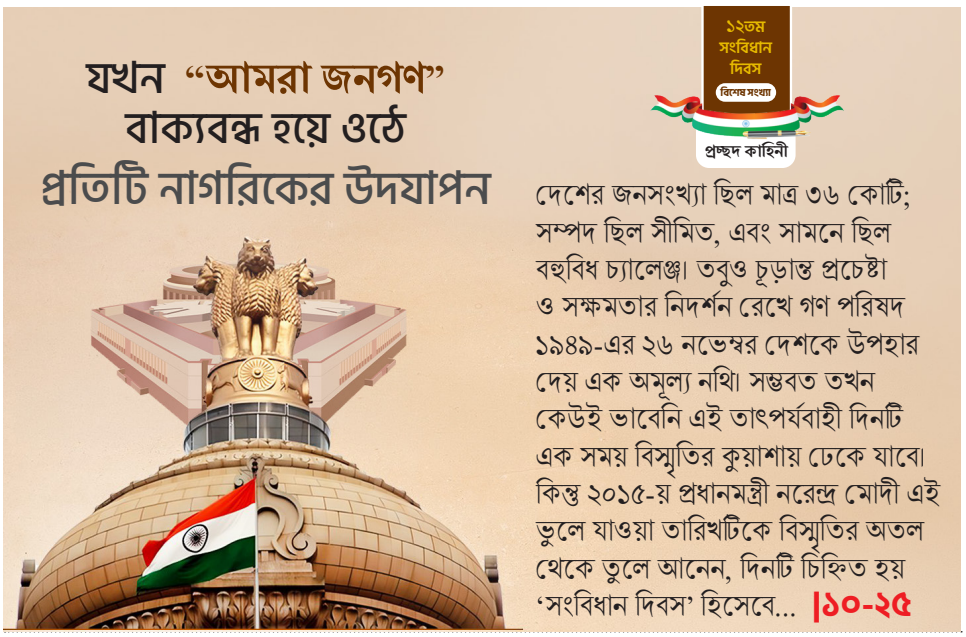
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

**নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন**

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

**‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন**
**@NISPIBIndia**

## ভিতরের পৃষ্ঠায়



১২তম সংবিধান দিবস
বিশেষ সংখ্যা

প্রচ্ছদ কাহিনী

# যখন “আমরা জনগণ” বাক্যবন্ধ হয়ে ওঠে প্রতিটি নাগরিকের উদযাপন

দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ কোটি; সম্পদ ছিল সীমিত, এবং সামনে ছিল বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। তবুও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও সক্ষমতার নিদর্শন রেখে গণ পরিষদ ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর দেশকে উপহার দেয় এক অমূল্য নথি। সম্ভবত তখন কেউই ভাবেনি এই তাৎপর্যবাহী দিনটি এক সময় বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢেকে যাবে। কিন্তু ২০১৫-য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভুলে যাওয়া তারিখটিকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনেন, দিনটি চিহ্নিত হয় ‘সংবিধান দিবস’ হিসেবে... |১০-২৫

জাতীয় ঐক্য দিবস




সর্দার প্যাটেলের ১৫১-তম জন্মবার্ষিকীতে দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সর্দার সাহেবের ভূমিকা আবারও তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী... | ৮-৯


সংবাদ সংক্ষেপ |৪-৫

**ব্যক্তিত্ব : জগদীশ চন্দ্র বোস**
যিনি জানিয়েছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে |৬

**বিশ্ব অংশীদারিত্ব জোরদার করা**
মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়া কেম ২০২৬ |৭

**‘বিকশিত গ্রাম স্বরাজ’ এবং কন্টেনার উৎপাদন প্রসার প্রকল্পে অনুমোদন**
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত |২৮-২৯

**সুস্থিতি... সুযোগ এবং ভবিষ্যতের আশার ভিত্তি**
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- গ্রামীণ-এর ১০ বছর |৩০-৩১

**সুপ্রশাসনের মাধ্যমে সুসম বিকাশ**
আরডিআই-এর ডিসিসিটিআই-এর সূচনা |৩২-৩৩

**ভারতের সক্ষমতা সারা বিশ্বকেই শক্তিশালী করবে**
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬-এ ভাষণ দিলেন |৩৪-৩৫

**বিকশিত ভারতের মূল ভিত্তি; বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনা**
প্রধানমন্ত্রী মোদী সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন কনক্লেভের উদ্বোধন করলেন |৩৬-৩৭

**২০২৯ নাগাদ পরিচ্ছন্ন যমুনা**
দিল্লিতে যমুনা পুনরুজ্জীবনে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস |৩৮-৩৯

**সারা বিশ্বে সৌরশক্তির প্রসারে আশার আলো**
আন্তর্জাতিক সৌর জোটের ১১ বছর |৪০-৪১

**ভারতীয় বায়ু সেনার শৌর্য্য প্রদর্শন**
নমো ঘাটে বায়ুসেনা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী। |৪২


বিজয়াদশমী



# ‘রাম সে রাষ্ট্র’ এবং ‘দেব সে দেশ’ ধারণা বাস্তবায়িত হবে

বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন, বললেন অযোধ্যায় ‘প্রাণ প্রতিষ্ঠা’-র সময় নেওয়া শপথ- ‘রাম সে রাষ্ট্র’ এবং ‘দেব সে দেশ’ আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে... | ২৬-২৭


**প্রকাশক :** সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক কর্তৃক
**যোগাযোগের ঠিকানা :** রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
**ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং:** DELENG/2020/78811

## সম্পাদকের ডেস্ক থেকে...

# আমরা, ভারতবাসী
# সংবিধানের শক্তি, দেশের অনুপ্রেরণা

**উষ্ণ শুভেচ্ছা!**

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। এটি কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই সংবিধান কেবল একটি আইনি নথি নয়, মানুষের আশা-আকাঙ্খা, অধিকার ও কর্তব্য বোধের বার্তা। ২০১৫ থেকে এই দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। এই উদযাপন সংবিধানের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে আমাদের আরও অবহিত হয়ে ওঠার কথা বলে।

আমাদের সংবিধান শুরু হচ্ছে এই বাক্যবন্ধ দিয়ে, "আমরা, ভারতের মানুষ"। আমরাই এর শক্তি, এর অনুপ্রেরণা এবং সবকিছু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহজ কথায় বলেছেন: "ভারতীয় নাগরিকদের মর্যাদা এবং ভারতের ঐক্য"। সংবিধান আমাদের অধিকার এবং কর্তব্য বোধকে মনে করিয়ে দেয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে 'সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস, সকলের প্রয়াস' মন্ত্রটি সংবিধানের অন্তর্নিহিত বার্তাকে তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং জনকল্যাণের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। জন ধন থেকে আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত থেকে কিষাণ সম্মান নিধি – সবকিছুই সমতা এবং সাধারণ নাগরিকদের মর্যাদার ধারণাকে বাস্তবায়িত করছে। ৩৭০ ধারার বিলোপ সংবিধানের মর্যাদার আসনকে আরও দৃঢ় করেছে। আইনসভা, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ একটি বিস্তৃত প্রণালীর অংশ হয়ে কাজ করছে – বজায় থাকছে প্রকৃত ভারসাম্য। 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র মতো নতুন আইন বিচার বিভাগের কাজকে আরও সহজ, আধুনিক এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তুলছে।

গণতন্ত্র রক্ষা করার অন্যতম শর্ত হ'ল ধারাবাহিক নজরদারি। কর্তব্য পালন এবং অধিকার প্রয়োগ – দুটি বিষয়ই সংবিধানের প্রকৃত বাস্তবায়নের মূল শর্ত। 'আমরা ভারতের মানুষ' বাক্যবন্ধটি এখন আর কেবলমাত্র সংবিধানের প্রস্তাবনার একটি অংশ হয়েই নেই; আমাদের জাতীয় জীবনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। সংবিধানের মূল ধারণাগুলি যথার্থ প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক বিকশিত ভারত গঠনের স্বর্ণিম যাত্রার শরিক হয়ে উঠছেন। আমাদের এই বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয় এটাই।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা – যিনি জানিয়েছিলেন, গাছেরও প্রাণ আছে। পিএম – আবাস যোজনা (গ্রামীণ) – এর দশ বছর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং বিগত এক পক্ষকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েও লেখা রয়েছে এই সংখ্যায়।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে 'মন কি বাত' নিয়ে লেখা রয়েছে। চতুর্থ প্রচ্ছদে রয়েছে ২২ নভেম্বর এনসিসি দিবস নিয়ে লেখা।

**আপনাদের পরামর্শ ও মতামত পাঠাতে থাকুন**



**(ধীরেন্দ্র ওঝা)**

**হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন/ডাউনলোড করুন।**
*https://newindiasamachar.pib.gov.in/*

# মেল বক্স






## সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত থাকার সহায়ক

সরকারের সাম্প্রতিকতম উদ্যোগ, নীতি, প্রকল্প এবং বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য আমি নিয়মিত 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটি পড়ে থাকি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসবো আমি এবং সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এই পত্রিকার বিভিন্ন সংস্করণের জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ব্যবহার করি।

**পর্ণাভ পাট্টানি**
**papattani264@gmail.com**

## আমার জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে

আমার নাম চিন্তন। নিয়মিত 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটি পড়ি। সবকটি বিভাগেই চোখ বোলাই। এইসব তথ্য আমার জানাশোনার পরিধি বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করে।

**chintanr390@gmail.com**

## দেশের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

আমি তেলুগু ভাষায় নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটি পড়ি। সরকারের নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দেশের সাফল্য নিয়ে লেখাগুলি পড়ে থাকি গভীর অভিনিবেশ সহকারে।

**জি অশোক**
**cscashok1399@gmail.com**

## সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

আমি 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' – এর নিয়মিত পাঠক। সরকারের প্রকল্প, নীতি এবং বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানায় এই পত্রিকা। এরফলে, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন এবং দেশকে আরও ভালোভাবে জানার তাগিদ অনুভব করি।

**নিবেশ গোয়েল**
**goyalnivesh98@gmail.com**

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

# সংক্ষিপ্ত সংবাদ



## ২০২৬-এর এশিয়ান প্যারা গেমস-এ ভারতের এযাবৎ সেরা প্রদর্শন






জাপানের আইচি-নাগোয়া-য় আয়োজিত ২০২৬-এর এশিয়ান প্যারা গেমস-এ ভারত এযাবৎ সেরা কীর্তি রাখল। ভারত পেল মোট ১১৪টি পদক- যার মধ্যে আছে ৩০টি সোনা, ৩৫টি রুপো এবং ৪৯টি ব্রোঞ্জ- পদক তালিকায় পেল চতুর্থ স্থান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্যারা অ্যাথলিটদের অভিনন্দন জানালেন, মন্তব্য করলেন তাঁদের অসাধারণ সাফল্য নিয়ে। তিনি বলেন যে, এটা সারা দেশের জন্য প্রভূত গর্ব ও আনন্দের মুহূর্ত, যেখানে প্রত্যেক অ্যাথলিট এই ঐতিহাসিক মাইল ফলকে অবদান রেখেছেন এবং তাঁদের সাফল্যের মাধ্যমে অগণিত ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করেছে।

ভারত ২০২২-এ এশিয়ান প্যারা গেমস-এ প্রাপ্ত ১১১টি পদকের রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। প্যারা অ্যাথলেটিক্স সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে, ২২টি সোনা সহ পেয়েছে ৬৫টি পদক। শীতল দেবী হয়েছেন ভারতের সবচেয়ে সফল অ্যাথলিট, পেয়েছেন ৩টি পদক (দুটি সোনা এবং একটি রুপো)।

## নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়
## এক প্রাণবন্ত অসামরিক প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক

ভারতের 'ভাইব্র্যান্ট সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক' স্থাপন করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় একটি বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬০০ সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনার ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ অগাস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে এই নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্য উন্মোচন করেছিলেন।






প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই উদ্যোগে ৫০ জন করে মাস্টার ট্রেনার দেবে। প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া হবে হামলা সম্পর্কে সচেতনতা, সুরক্ষা ও আপৎকালীন মোকাবিলার পাশাপাশি যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ওপর। মূল বিষয়গুলির মধ্যে আছে আধুনিক ও হাইব্রিড রণনীতি, ড্রোন এবং আকাশপথে আক্রমণের আতঙ্ক, অগ্নি সুরক্ষা, তল্লাশি এবং উদ্ধার অভিযান, সাইবার হাইজিন এবং সামরিক-অসামরিক সমন্বয়। এই প্রশিক্ষণের পরে প্রত্যেক মাস্টার ট্রেনার ১০০ জন করে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেবেন।

## সংশোধিত বিধি
## ই৮৫/ই১০০ জ্বালানি গাড়ির জন্য

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক ১৯৮৯-এর সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেল্স রুলস-এর সংশোধন করেছে ই৮৫ ও ই১০০ ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির প্রসারে। যেসব গাড়ি এই ধরনের পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জন্য প্রত্যয়িত তাদের প্রযোজ্য নিঃসরণ ও সুরক্ষার মানদণ্ড মেনে চলতেই হবে। ই৮৫-এ ৮৫ শতাংশ ইথানল আছে।

মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী দেশে প্রস্তুত ইথানল ব্যবহার আমদানিকৃত অশোধিত তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ই৮৫/ই১০০ সেই গাড়িতেই ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলি বিশেষ করে এই ধরনের জ্বালানির জন্য নকশা করা হয়েছে এবং প্রত্যয়িত হয়েছে। ইতিমধ্যেই যাঁদের গাড়ি আছে তাঁদের গাড়িতে কোনও অদল-বদল করার প্রয়োজন নেই।



## ‘এগ্রি-ওয়েলফেয়ার পোর্টাল’ মোবাইলে কৃষি তথ্য

এখন থেকে দেশের কৃষকদের কৃষি এবং কল্যাণমূলক পরিষেবার জন্য তথ্য জানতে সরকারি দপ্তরগুলিতে ঘুরতে হবে না। তাঁরা এখন তাঁদের বাড়িতেই আরামে সার, বীজ এবং সরকারি কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সবকটি মন্ত্রকের পরিষেবাকে একটিমাত্র জায়গায় এনে পোর্টালের লক্ষ্য, কৃষকদের ডিজিটাল স্বশক্তিকরণ।

কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কৃষকদের জন্য একটি সংশোধিত ‘এগ্রি-ওয়েলফেয়ার পোর্টাল’-এর সূচনা করেছেন। এটার উদ্দেশ্য, সরকারি কর্মসূচি, আর্থিক সহায়তা সম্পর্কে সকল তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি কৃষকদের মোবাইলে পৌঁছে দেওয়া। এই পোর্টালের মাধ্যমে মন্ত্রকের কর্মসূচি, ভর্তুকি, বিধি, ডিজিটাল পরিষেবা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বীজ এবং সারের যোগান, বাজারদর (মান্ডি হাব), এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে। এটা এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যাতে সীমিত ইন্টারনেট সংযোগ সত্ত্বেও সাধারণ স্মার্ট ফোনেও কাজ করবে।



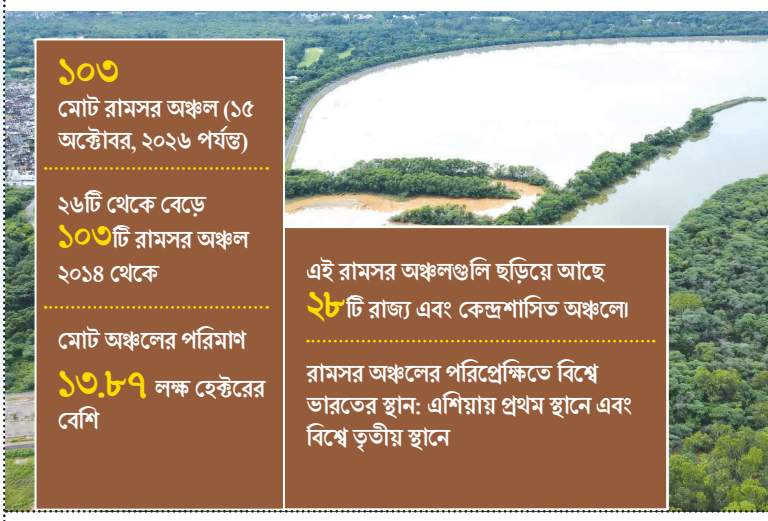
## আয়ুষ উদ্ভাবন : পেটেন্ট-এর জন্য আবেদন বাড়ল ৮ গুণ

আয়ুষ ক্ষেত্রে গত এক দশকে উদ্ভাবন এবং মেধাসত্ত্ব সম্পর্কিত কাজকর্মে প্রভূত উত্থান লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছর এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যে আয়ুষ সংক্রান্ত ৪০৭৭টি পেটেন্ট আবেদন জমা পড়েছে এবং ৭১১টি পেটেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। বার্ষিক আবেদন ৬৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯০- প্রায় ৮৩৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। আয়ুষ সংক্রান্ত উদ্ভাবন (২০১৪-২০২৬)সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

কোভিড-১৯এর পরের ৬ বছরে ২৮৫৪টি আবেদন জমা পড়ে যা মোট আবেদনের ৭০ শতাংশ। ওই একই সময়ে ৬৫৭টি পেটেন্ট অনুমোদিত হয়। ব্যক্তিগত আবেদনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২১১৩টি। এর পরেই আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদের আবেদনের সংখ্যা ৯৯৫টি।

## দেশে রামসর অঞ্চলের সংখ্যা পৌঁছল ১০৩-এ

ভারতে রামসর অঞ্চলের সংখ্যা পৌঁছেছে ১০৩-এ। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এই তালিকায় সুখনা ওয়েটল্যান্ড (চণ্ডীগড়) এবং সয়ুজ লেক (উত্তরপ্রদেশ)কে যোগ করেছেন। ২০১৪-য় ভারতে ২৬টি রামসর অঞ্চল ছিল; ওই সংখ্যা এখন প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে। রামসর অঞ্চলগুলি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যার প্রভাব প্রশমন, ভূজলের পুনর্নবায়ন এবং জীবন জীবিকার সুস্থায়ীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভারত ১৯৮২র পয়লা ফেব্রুয়ারি রামসর কনভেনশনে যোগ দেয়।



**১০৩**
মোট রামসর অঞ্চল (১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত)

২৬টি থেকে বেড়ে **১০৩**টি রামসর অঞ্চল ২০১৪ থেকে

মোট অঞ্চলের পরিমাণ **১৩.৮৭** লক্ষ হেক্টরের বেশি

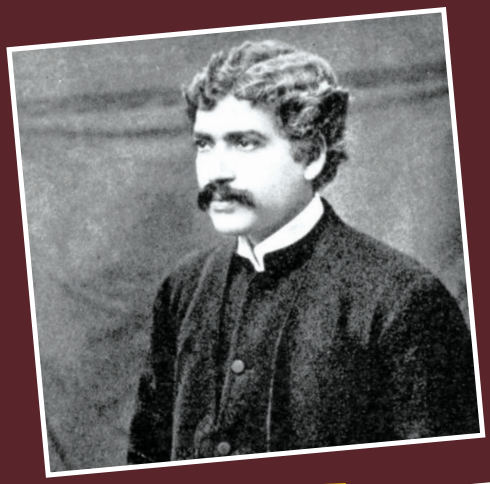
এই রামসর অঞ্চলগুলি ছড়িয়ে আছে **২৮**টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে।

রামসর অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে ভারতের স্থান: এশিয়ায় প্রথম স্থানে এবং বিশ্বে তৃতীয় স্থানে

## ...দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার আরও শক্তিশালীকরণ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর পৌরোহিত্যে ২০২৬-এর ২৬ অক্টোবর আয়োজিত ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি)-র বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ২.১২ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এই সংগ্রহের প্রায় ৮২ শতাংশ করা হবে ভারতীয় শিল্প থেকে, দেশজ প্রতিরক্ষা উৎপাদনে গতি আনতে। ড্রোন, নজরদার ইউএভি, ড্রোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা, দূরপাল্লার কামিকাজে ড্রোন এবং সেল্ফ-প্রপেল্ড গান সিস্টেম সহ আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করবে ভারতীয় সেনা। নৌবাহিনী পাবে জাহাজ ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অন্যদিকে বিমান বাহিনী পেতে চলেছে হেলিকপ্টার, আকাশে প্রতিরোধী ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র এবং আবহাওয়া রাডার। এই সংগ্রহের ফলে সশস্ত্র বাহিনীর নজরদারি ব্যবস্থা, চলাচল ব্যবস্থা এবং আক্রমণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে।





**যিনি প্রমাণ করেছিলেন**

# গাছেরও প্রাণ আছে

**জন্ম: ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮**
**প্রয়াণ: ২৩ নভেম্বর, ১৯৩৭**

***স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস, এক অসাধারণ বিজ্ঞানী যিনি রেডিও বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং গাছে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার কথা প্রমাণ করেছিলেন, বাড়িয়েছিলেন দেশের গরিমা। তিনি বিশ্বকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে গাছগাছালি অনুভব করতে পারে এবং সাড়া দিতে পারে- এবং এমনকি তাদের সঙ্গে সহমর্মিতার বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁকে এনে দিয়েছিল বিশ্ব স্বীকৃতি। আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের প্রতি তাঁর জীবনব্যাপী অবদান আজও তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে চলেছে।***

একদিন একটি শিশু খেলা করছিল। গাছের ডাল ধরে প্রবল নাড়া দিচ্ছিল। ফুল-পাতা ছিঁড়ছিল। তার মা তাকে বাধা দিয়ে বলেন, এখন সন্ধ্যার সময় গাছকে ছোঁয়া বা তার পাতা ছেঁড়া উচিত নয়। তিনি তাকে বলেছিলেন, আমাদের মতই গাছ রাতে ঘুমোয় এবং এই সময়ে তাদের বিরক্ত করলে তারা ব্যথা পায়। তাঁর শৈশবে করা এই মন্তব্য বালকের মনে গভীর ছাপ ফেলে। এক প্রবল জিজ্ঞাসা জন্ম নেয়: সত্যিই কি গাছেরা ব্যথা, আনন্দ, দুঃখ পায় যেমন আমরা পাই? যত সে বড় হল, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তিনি 'ক্রেসকোগ্রাফ' নামে একটি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যা গাছের বৃদ্ধি মাপতে পারে। তিনি সারা বিশ্বকে দেখালেন যে গাছেরও প্রাণ এবং চেতনা আছে। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন, তিনি হলেন মহান বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বোস।

১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করা জগদীশ চন্দ্র বোস যিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক কাজ করেছিলেন অপটিক্স অফ রেডিয়ো ও মাইক্রোওয়েভ নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর অনুযায়ী বোস ছিলেন তারহীন রেডিয়ো ট্রান্সমিশনের অন্যতম আবিষ্কারক। তিনি সেইসব যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছিলেন যেগুলি ব্যবহৃত হত অতি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ তৈরি করতে এবং চিহ্নিত করতে। তাঁকে রেডিও সায়েন্সের জনকও বলা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক মাইক্রোওয়েভ যন্ত্রপাতি যেমন ওয়েভগাইডস পোলারাইজার্স, ডাইইলেক্ট্রিক লেন্সেস এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য সেমিকন্ডাক্টর ডিটেক্টর আবিষ্কার করেছিলেন বোস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

১৯১৭-য় জগদীশ চন্দ্র বোস নাইটহুড পান। তার কিছু পরেই তিনি ফিজিক্স ও বায়োলজিতে তাঁর অবদানের জন্য লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। যেহেতু বোস তাঁর গবেষণাগুলি চালিয়েছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের দামি যন্ত্রপাতি এবং গবেষণাগার ব্যতীতই, তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি সুবন্দোবস্তযুক্ত গবেষণাগার স্থাপনের; সেই স্বপ্নের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে 'বোস ইন্সটিটিউট' (বসু বিজ্ঞান মন্দির)। বর্তমানে এটিকে দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বইও লিখেছেন। জগদীশ চন্দ্র বোস প্রয়াত হন ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পাশাপাশি জগদীশ চন্দ্র বোস ছিলেন একজন নীতিনিষ্ঠ মানুষ; তিনি কম মাইনের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, এমনকি অধিকার আদায়ে করেছিলেন 'সত্যাগ্রহ'। ২০১৮-র ২৫ জানুয়ারি সম্প্রচার হওয়া 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতের গর্বের বিষয় হিসেবে। এছাড়া ২০২১-এর ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে জগদীশ চন্দ্র বোস-ই প্রথম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে মাইক্রোওয়েভের সূত্রগুলি সামনে আনেন। যদিও স্যার বোস তাঁর কাজের বাণিজ্যিক প্রয়োগ নিয়ে এগোননি, তবুও আধুনিক রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেইসব সূত্রের ওপরেই।





# ইন্ডিয়া কেম ২০২৬

## বিশ্বজনীন অংশীদারিত্বকে মজবুত করার লক্ষ্যে

*উন্নত ও আত্মনির্ভ ভারত গড়তে হলে শক্তিশালী, বিশ্বমানের রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প অপরিহার্য। এই কারণে, সরকার দেশের মধ্যে রাসায়নিক ক্ষেত্রের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, ২২শে অক্টোবর মুম্বাইতে 'ইন্ডিয়া কেম ২০২৬'-এর চতুর্দশতম সংস্করণের উদ্বোধন হল। ইন্ডিয়া কেম ২০২৬-এর উদ্দেশ্য রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সুস্থিত উন্নয়নকে উৎসাহ দেওয়া।*

২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে, সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া তিনটি নতুন বিশেষায়িত রাসায়নিক পার্কসহ 'ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা' (BHAVYA) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'ইন্ডিয়া কেম ২০২৬'-এর জন্য দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা'-র প্রচেষ্টা এবং ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ভারতীয় রাসায়নিক উৎপাদকরা এই সুযোগগুলি কাজে লাগিয়ে বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে তাদের উপস্থিতি আরও জোরালো করে তুলবেন বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা 'ইন্ডিয়া কেম ২০২৬'-এর চতুর্দশতম সংস্করণের উদ্বোধন করেন। ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে জাপান এই আয়োজনে অংশীদার দেশ হিসেবে যোগ দেয়। এই সহযোগিতা রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

### ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

- ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের বাজার ৩০০ বিলিয়ন ডলারে এবং ২০৪০ সাল নাগাদ ১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
- ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা, রপ্তানির ক্রমপ্রসারিত ক্ষেত্র, ভারতের বিশাল যুব জনসংখ্যা, তুলনামূলকভাবে কম মাথাপিছু ভোগ এবং সহায়ক সরকারি উদ্যোগের কারণে এই ক্ষেত্রের বিকাশের সম্ভাবনা সুদৃঢ়।

### ৮,০০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন

- এই অনুষ্ঠানে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ এবং দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
- এই অনুষ্ঠানে ভারত ও বিদেশ থেকে ২০০ জনেরও বেশি প্রদর্শক, বিশ্বজুড়ে ৮,০০০ জনেরও বেশি ব্যবসায়ী এবং ৫০টি প্রধান ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির সিইওরা একত্রিত হয়েছিলেন।

*"ইন্ডিয়া কেম ২০২৬ অর্থবহ আলোচনাকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এমন অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করবে, যা এই ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে অবদান রাখবে। - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সর্দার প্যাটেল নিশ্চিত করেছিলেন...

# এক সুরক্ষিত ভারত

## হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত



*সর্দার প্যাটেলের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী (জাতীয় একতা দিবস) উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ভারতকে সুরক্ষিত রাখার যে ভাবনা সর্দার প্যাটেলের ছিল, তার উপর ভিত্তি করে, কেন্দ্রীয় সরকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নকশালবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত দশকে প্রায় ৫০ কোটি নাগরিক দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন—এই ঘটনাটি এক নতুন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, আত্মনির্ভরশীল ভারতের লক্ষ্যে এই অভূতপূর্ব রূপান্তরের সাক্ষ্য দেয়।*

গুজরাটের একতা নগরে ৩১শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, স্বাধীনতা একটি জাতিকে তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার দিলেও, ঐক্য সমগ্র দেশকে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। এই কারণেই স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস এবং জাতীয় একতা দিবস দেশজুড়ে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়। জাতীয় একতা দিবস এখন আর নিছক আনুষ্ঠানিক উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে চালিত জাতীয় গর্বের এক উদযাপনে পরিণত হয়েছে। সর্দার প্যাটেলকে এক মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেন।

সর্দার প্যাটেল জাতিকে ভৌগোলিকভাবে ও আবেগগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করে আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

## বানাসকান্থায় প্রধানমন্ত্রী



### গবাদি পশু প্রজনন ও গবেষণা কেন্দ্র

বানাসকান্থার ভিলদিতে অবস্থিত গবাদি পশু প্রজনন ও গবেষণা কেন্দ্র জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। ১২৭ একর জুড়ে বিস্তৃত এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অত্যাধুনিক উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের প্রথম কেন্দ্র, যা বিশেষভাবে কাঙ্করেজ জাতের গবাদি পশুর জন্য নিবেদিত।

*প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

## গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন...

- থারাড ও রাধানপুরে বানাস ডেয়ারির দুটি বায়ো-সিএনজি প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলোর দৈনিক গোবর প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৭৫ ও ১০০ মেট্রিক টন।
- আহমেদাবাদ মেট্রোর ফেজ-২এ (এয়ারপোর্ট এক্সটেনশন) এবং ফেজ-২বি (গিফট সিটি এক্সটেনশন)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ফেজ-২এ কোটেশ্বর রোড থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং এতে পাঁচটি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, অন্যদিকে ফেজ-২বি ৩.৩ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে থাকবে।
- প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আহমেদাবাদ-মেহসানা সড়ক (রাজ্য মহাসড়ক-৪১)-কে চার লেন থেকে আট লেনে উন্নীত করার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
- ৪,০৩০টি নতুন শিশুবান্ধব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন; গুজরাটে ৩৬১টি উন্নত শিশুবান্ধব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন।
- কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের অধীনে প্রায় ৪,৯৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২১টি প্রকল্প জাতিকে উৎসর্গ করা হয়েছে।
- সারাদেশের কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য পিএম-কিষাণ প্রকল্পের ২৪তম কিস্তি হিসেবে ১৯,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

### ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন...

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একতা নগরে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেছেন।

তিনি সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে তিনি দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। জাতীয় ঐক্যের বর্ণাঢ্য উদযাপন, বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কাশী বিশ্বনাথ থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত সাংস্কৃতিক নবজাগরণের দিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দেশ বর্তমানে সর্দার প্যাটেলের দেখানো পথেই এগিয়ে চলেছে।

সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দুই বছরব্যাপী দেশব্যাপী উদযাপনের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময়ে দেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছিল। সেই অঙ্গীকারগুলি পূরণ হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "এই দুই বছরে দেশ এমন অনেক মাইলফলক অর্জন করেছে যা আগে কখনও অর্জিত হয়নি।"

সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর চরণতলে নেওয়া সংকল্প—নকশালবাদ ও মাওবাদী সন্ত্রাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম না নেওয়ার প্রতিজ্ঞা—স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাত্র এক বছরের মধ্যেই বামপন্থী চরমপন্থার কোমর ভেঙে গেছে। কয়েক দশক ধরে হিংসায় জর্জরিত থাকা অঞ্চলগুলি এখন উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ২০২৪ সাল পর্যন্ত গত ১০-১২ বছরে ৫০ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যেখানে আগে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ২৭ জন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন, সেই সংখ্যা এখন ৩ জনেরও কম হয়েছে।

১২তম সংবিধান দিবস
বিশেষ সংখ্যা

প্রচ্ছদ কাহিনী

# যখন "আমরা জনগণ" প্রত্যেক নাগরিকের উদযাপনে পরিণত হল



*ভাবুন, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের কথা, যার জনসংখ্যা ৩৬ কোটি, সম্পদ কম, আর চ্যালেঞ্জ অসংখ্য। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়, যা প্রতিটি ভারতীয়ের স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ তৈরি করে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এই ঐতিহাসিক দিনটি ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গিয়েছিল। তবে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভুলে যাওয়া দিনটিকে আবার ফিরিয়ে আনেন, সংবিধান দিবসকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য এক সত্যিকারের উদযাপনে পরিণত করেন।*

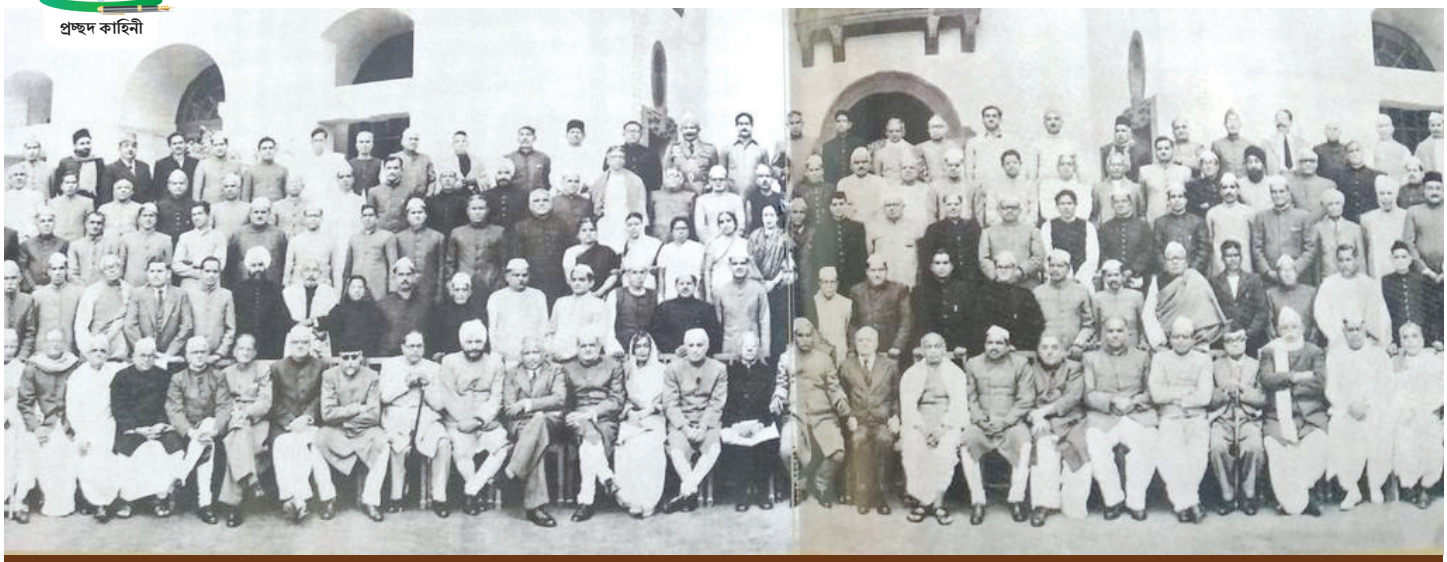
*এই ২৬ নভেম্বর দেশ তার ১২তম সংবিধান দিবস পালন করবে - নিরবচ্ছিন্ন ৭৭ বছরের যাত্রার এক উদযাপন। "আমরা, ভারতের জনগণ" - এই আহ্বান এখন আর প্রস্তাবনার শুধু তিনটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; আজ এই চেতনা বেঁচে আছে প্রতিটি পক্ষপাতহীন নতুন আইনে, প্রতিটি উপভোক্তার মাথার ওপর স্থায়ী ছাদের আশ্রয়ে, কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো আর্থিক সহায়তায় এবং সরলীকৃত জিএসটি কাঠামোতে। 'গণতন্ত্রের জননী' ভারত এখন বিশ্ব মঞ্চে তার গর্বের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। এটি সংকল্প থেকে সিদ্ধির যাত্রা, যা দেশকে বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রায় সংবিধান আর কেবল একটি আইনি দলিল নয়; এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ভাগ করে নেওয়া আত্মা হয়ে উঠেছে।*

যদি মানুষের লেখা কোনও দলিলকে সত্যিই অমর বলা যায়, তবে তা হল, ভারতের সংবিধান। গত ১২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবিধানকে দেশের পবিত্র গ্রন্থ এবং পথ প্রদর্শক আলো হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং একে ব্যবহার করে উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করেছেন - এমন এক ভিত্তি, যা দশকের পর দশক ধরে দেশের কাছে অধরাই থেকে গিয়েছিল। যে সমস্যাগুলিকে রাজনীতিবিদরা একসময় 'ভাগ্য' বলে মেনে নিয়ে এড়িয়ে যেতেন, প্রধানমন্ত্রী শুধু সেগুলিকে মোকাবিলাই করেননি, সেগুলির সমাধানও করেছেন। সংবিধান এখন আর শুধু একটি আইনি কাঠামো নয়। এটি আর শুধু একটি আইনি দলিল নয়; প্রকৃত অর্থে, এটি একটি সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে। এই ২৬ নভেম্বর দেশ তার ১২তম সংবিধান দিবস পালন করছে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে। এই প্রেক্ষাপটে, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস" - এই মন্ত্রটি গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে সংবিধানের চেতনার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

## ভুলে যাওয়া এক তারিখ থেকে জাতীয় উদযাপনে

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর যখন ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, তখন এই ঐতিহাসিক দিনটি কয়েক দশক ধরে ইতিহাসের পাতায় চাপা পড়ে যায়। ২০১৫ সালের ১৯ নভেম্বর - সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৬৫ বছর পর - ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এই তারিখটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে "সংবিধান দিবস" হিসেবে পালন করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই উদ্যোগটি ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে মিলে যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই বলেছিলেন যে, আমাদের সংবিধানের স্থপতিকে চিরকাল স্মরণ করা নিশ্চিত করার জন্য এর চেয়ে পবিত্র উপলক্ষ আর হতে পারে না। মজার বিষয় হল, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্রথম সংবিধানের জন্য একটি বিশেষ দিনের পক্ষে সওয়াল করেননি; ২০০৯ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, তাঁর রাজ্য সরকার সংবিধানের ৬০তম বার্ষিকী এক বিশাল উদযাপনের মাধ্যমে পালন করেছিল।

প্রচ্ছদ কাহিনী



# দেশ সর্বাগ্রে, সংবিধান সর্বাগ্রে

## এক নজরে যাত্রা পথ

**২ বছর, ১১ মাস, ১৮ দিন**
সংবিধান রচনা করতে এই সময় লেগেছিল

যা **৬০** টিরও বেশি দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করে এবং ২,০০০টিরও বেশি সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

**২৬ নভেম্বর ১৯৪৯**
সংবিধান গৃহীত হয়।

**২৬ জানুয়ারি ১৯৫০**
সংবিধান কার্যকর হয়; ভারত একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

**১৯ নভেম্বর ২০১৫**
২৬ নভেম্বরকে ‘সংবিধান দিবস’ হিসেবে পালন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

**২০২৪**
সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫তম বার্ষিকী; ১০ম সংবিধান দিবস পালিত হয়।

**২৫ জুন ২০২৫**
জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকী; ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ হিসেবে স্মরণ করা হয়।

**২৬ নভেম্বর ২০২৫**
৭৬তম সংবিধান দিবস; ‘সংবিধান@৭৫’ অভিযানের সমাপ্তি; সংবিধানের অনূদিত সংস্করণ আরও ৯টি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

**২৬ নভেম্বর ২০২৬**
১২তম সংবিধান দিবস; সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৭তম বার্ষিকী।

একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, যেখানে সংবিধানের প্রতিলিপি একটি হাতির পিঠে বহন করা হয়েছিল এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদী নিজে সবার সামনে হেঁটে চলেছিলেন।

২৬ নভেম্বর ছাড়া ২৬ জানুয়ারির তাৎপর্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়; বস্তুত ২৬ জানুয়ারির শক্তির মূলই নিহিত রয়েছে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মাধ্যমে চালিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবিধান দিবসকে একটি জনসাধারণের উৎসবে পরিণত করেন।

আজ, প্রতি বছর — কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যন্ত — নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, মৌলিক কর্তব্য নিয়ে বক্তৃতা, প্রস্তাবনার সম্মিলিত পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং বিদ্যালয়গুলিতে “তোমার সংবিধানকে জানো”-র মতো উদ্যোগ। ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ৭৬তম সংবিধান দিবস উপলক্ষে সংবিধান সদনের ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় হলে একটি জাতীয় অনুষ্ঠান হয়, যেখানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি




প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা। এই উপলক্ষে ভারতের সংবিধানের অনূদিত সংস্করণ আরও নয়টি ভাষায় প্রকাশিত হয়: মালয়ালম, মারাঠি, নেপালি, পাঞ্জাবি, বোড়ো, কাশ্মীরি, তেলুগু, ওড়িয়া এবং অসমীয়া। **"भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी"** ('ভারতের সংবিধান থেকে শিল্প ও ক্যালিগ্রাফি') শীর্ষক একটি স্মারক পুস্তিকাও উন্মোচন করা হয়। একই দিনে ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন 'একটি জীবন্ত সংবিধান: গণতন্ত্র, মর্যাদা ও উন্নয়নের ৭৫ বছর' শীর্ষক একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে তার বছরব্যাপী 'সংবিধান@৭৫' অভিযানের সমাপ্তি ঘটায়। তবে সংবিধান দিবসের তাৎপর্য সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়ের দিকেও ফিরে তাকাতে হবে — এমন এক সময় যখন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, গণমাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল এবং ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরকে কারাগারের পিছনে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

**"আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং আমাদের সংবিধানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিই; তাই আমরা কখনই ২৫ জুনকে ভুলতে পারব না। এই দিনেই আমাদের জাতির উপর জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল — ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়। যাঁরা গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের উপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আজও সেই কথা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

## সংবিধান এবং জরুরি অবস্থার অন্ধকার রাত

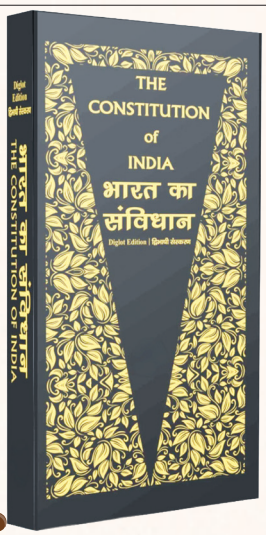
সংবিধান দিবস গর্বের সঙ্গে পালিত হয় এবং এটি একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। তবুও এমন একটা সময় ছিল, যখন একটি অন্ধকার অধ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিলোপ করে দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন, "অভ্যন্তরীণ অশান্তি"র অজুহাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এটি ছিল নজিরবিহীন, কারণ মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই জরুরি অবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। একটি সরকার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নেয়; তবে, এই ক্ষেত্রে মন্ত্রীদেরকেও অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করেন, যাতে বিষয়টি মন্ত্রিসভার সামনে রাখা হয়, ২৬ জুন সকাল ৬:০০ টায় একটি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়। সেই একই দিনে সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ আরোপ করে একটি আদেশ জারি করা হয়। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে, প্রসার ভারতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এ. সূর্য প্রকাশ লিখেছেন: "সম্ভবত এটি ছিল একটি বিরল ঘটনা —জরুরি অবস্থার খবর যাতে প্রকাশিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে ২৫ জুন রাতেই দিল্লির শাহ জাফর মার্গ-এ অবস্থিত

# সংবিধান দিবস...

*১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে। ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়। এই পবিত্র উপলক্ষকে সম্মান জানাতে ২০১৫ সালে ২৬ নভেম্বরকে সরকার 'সংবিধান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।*

## ভারতের সংবিধান সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য

- ভারতের জনগণের প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা — গণ পরিষদ ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করে।
- প্রায় তিন বছর ধরে চলা সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় জুড়ে ৫৩,০০০-এরও বেশি নাগরিক গণ পরিষদের জনসাধারণের গ্যালারি থেকে বিতর্ক ও আলোচনা প্রত্যক্ষ করেন।
- সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল ২ বছর ১১ মাস এবং ১৮ দিন।
- সংবিধানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে ১,১০০ ঘন্টা ৩২ মিনিট ধরে আলোচনা হয়েছিল।
- সাত সদস্যের একটি খসড়া কমিটি এটিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়।
- ভারতের সংবিধান বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। এটি যখন কার্যকর হয়, তখন এতে ছিল ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ, ২২টি ভাগ এবং ৮টি তফসিল।







- ভারতের সংবিধান টাইপ করা বা ছাপানো হয়নি; এটি ইংরেজি ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই হাতে লেখা হয়েছিল, যাতে প্রায় ৯০,০০০ শব্দ ছিল।
- আচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা সংবিধানটিকে শৈল্পিকভাবে সজ্জিত করেছিলেন। দিল্লিতে এর ক্যালিগ্রাফি করেছিলেন প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা।
- ভারতের সংবিধানের মূল কপিগুলি ভারতের সংসদের গ্রন্থাগারে বিশেষ নাইট্রোজেন-ভর্তি পাত্রে রাখা আছে।
- সংবিধানের প্রতিটি ভাগ শুরু হয় এমন একটি অলঙ্করণ দিয়ে, যা ভারতীয় ইতিহাসের একটি পর্যায় বা দৃশ্যকে তুলে ধরে। এই অলঙ্করণগুলি তৈরি করেছিলেন নন্দলাল বসু; সংবিধানে মোট ২২টি এমন অলঙ্করণ ও শিল্পকর্ম রয়েছে।

- ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি, গণপরিষদের ২৮৪ জন সদস্য নতুন দিল্লির গণ পরিষদ হলে ভারতের সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।
- গণ পরিষদের শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। এই একই বৈঠকে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- গণ পরিষদে ১৫ জন মহিলা সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কৌর, হংস মেহতা, সুচেতা কৃপালিনী এবং জি. দুর্গাবাই।
- ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়। ভারত প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর জি. ভি. মভলঙ্কর লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষ হন।




সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।"

এই স্বৈরাচারী পদ্ধতির আরেকটি উদাহরণ এসেছিল বেঙ্গালুরু থেকে। সেই সময় আমি বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের হয়ে কাজ করছিলাম। প্রাক-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল, এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব তৎকালীন বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল — কার্যত একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে আমাদের সম্পাদক বানিয়ে দেওয়া হয়। কী প্রকাশ করা যাবে, আর কী যাবে না, কোন শব্দ বা ছবি রাখা হবে বা বাদ দেওয়া হবে, তা তিনিই ঠিক করতেন। প্রেস কাউন্সিল আইনও বাতিল করা হয়েছিল এবং অনেক সাংবাদিককে জেলে পাঠানো হয়। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে, তিনি আরও লিখেছেন, "আমার আরেকটি ঘটনা মনে আছে: তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর নির্দেশে সকালে ডিএভিপি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ফোন করা হয়েছিল এবং সমস্ত অনুবাদককে শাস্ত্রী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়। প্রায় ১০-১৫ জন অনুবাদক, যাঁরা জানতেনই না কী ঘটছে, তাঁদের বিশ্ব যুব কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বেলা ২:০০টায় একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। ইংরেজিতে মুদ্রিত কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৫টি ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাজ শেষ করার পরেই রাত ১০:০০টা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে কোনও এক সময়, তাঁদের বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়েছিল।" জরুরি অবস্থা নিয়ে লোকসভায় আলোচনার সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "২৫ জুনের সেই রাতে জাতির আত্মাকে পিষে ফেলা হয়েছিল। ভারতের গণতন্ত্র শুধু সংবিধানের পাতা থেকে উদ্ভূত হয়নি; এটি শতাব্দী ধরে আমাদের জাতির আত্মাই ছিল — এবং সেই আত্মাকেই পিষে ফেলা হয়েছিল। দেশের গণমাধ্যমকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বড় বড় জাতীয় নেতাদের জেলে পাঠানো হয়েছিল। গোটা দেশকে একটি কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল — শুধুমাত্র এটি নিশ্চিত করতে যে, কোনও একজনের ক্ষমতার দখল যেন অটুট থাকে। বিচারব্যবস্থার নিজস্ব রায় সত্ত্বেও, কীভাবে এটিকে অসম্মান করা যায়, এটি তার একটি জীবন্ত উদাহরণ।"

## ... তারপর, সংবিধান সংশোধনী জরুরি অবস্থা জারি করা অসম্ভব করে তুলল

জরুরি অবস্থার সময়, সংবিধানের বেশ কয়েকটি ধারা পরিবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাই সরকারের আমলে সেগুলি সংশোধন করা হয়। এটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জরুরি অবস্থার সময় আনা ৪২তম সংশোধনী — সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করেছিল এবং আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করে এমন অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছিল; সেগুলি ৪৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এই একই সংশোধনীতে আরও বলা হয়েছিল, যে সংবিধানের ২০ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত মৌলিক অধিকারগুলি জরুরি অবস্থার সময়ও স্থগিত করা যাবে না। দেশে প্রথমবারের মতো এমন একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, যাতে রাষ্ট্রপতি কেবল মন্ত্রিসভার লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এছাড়াও, এটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যে, জরুরি অবস্থার মেয়াদ একবারে ছয় মাসের বেশি বাড়ানো যাবে না। এইভাবে মোরারজি সরকার নিশ্চিত করেছিল যে, ১৯৭৫ সালের মতো দেশে যাতে আর কখনও জরুরি অবস্থার পুনরাবৃত্তি

**"জরুরি অবস্থা নিয়ে লেখা 'টর্চার অফ পলিটিক্যাল প্রিজনার্স ইন ইন্ডিয়া' বইটিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে তৎকালীন সরকার গণতন্ত্রের রক্ষকদের উপর সবচেয়ে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। আমি সবাইকে এই ধরনের সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানাই — এমন কাজ যা জাতির স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছিল। এটা করলে তরুণ প্রজন্ম গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

# সংবিধান ও জরুরি অবস্থা



জরুরি অবস্থা

*১৯৭৫ সালের ২৫ জুন, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে "অভ্যন্তরীণ গোলযোগের" আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ জুনের রাত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম রাত হয়ে ওঠে, কারণ এর পরের ভোর আসতে ২১ মাস সময় লেগেছিল। জরুরি অবস্থা ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ ছিল।*

- এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে তৃতীয় জরুরি অবস্থা, কিন্তু শান্তির সময়ে জারি করা প্রথম জরুরি অবস্থা।
- এর আগে, ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল।
- সেই সময় ৩৫২ নম্বর অনুচ্ছেদে যুদ্ধ, বহিরাগত আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান ছিল।
- ১,১০,০০০ জন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকে কারাবন্দি করা হয়েছিল।
- ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন থেকে সমস্ত সংবাদপত্রের উপর প্রাক-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল।
- সম্পাদকদের খবর, সম্পাদকীয় বা ছবি প্রকাশের আগে সরকারের অনুমতি নিতে হতো।



- সেন্সরশিপের প্রথম দিকের দিনগুলিতে দিল্লিতে সংবাদপত্রের অফিসগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল।
- কর্মী, স্বাধীন সম্পাদক, সাংবাদিক, ভিন্নমত পোষণকারী ছাত্রনেতা এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত ব্যক্তিদেরও কারাবন্দি করা হয়েছিল।
- বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ: সেন্সরশিপ সংসদীয় ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের উপরও বাড়ানো হয়েছিল। আদালতের রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে, হয় পরিবর্তন করা হত, নয়তো নিয়ন্ত্রিত করা হত।
- গণমাধ্যমের শ্রেণিবিন্যাস: সংবাদপত্রগুলিকে তাদের সম্পাদকীয় অবস্থান ও খবরের পরিবেশনের ভিত্তিতে "অনুকূল", "নিরপেক্ষ" বা "শত্রুভাবাপন্ন" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।
- সংবিধানের উপর এমন অত্যাচার চালানো হয়েছিল, যা ভারতের গণতন্ত্রের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতো খোদাই হয়ে থাকবে।



না হয়। অন্য কথায়, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, মোরারজি দেশাই জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানে আনা বিকৃতিগুলি সংশোধন করেছিলেন। বিচার বিভাগ, সংসদ, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিকদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকবার বলেছেন: "মোরারজি ভাই নিশ্চিত করেছিলেন যে, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে যেমন 'গণতন্ত্রের হত্যা' দেখা গিয়েছিল, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সর্বদা ভারতীয় গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষায় তাঁর অমূল্য অবদান মনে রাখবে। আরও একবার, এমন একজন মহান নেতাকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই।"

## জনগণের সাংবিধানিক অধিকার, সরকারের অঙ্গীকার

জরুরি অবস্থার আগের ঘটনাবলি সম্পর্কে দেশের নতুন প্রজন্মের সচেতন হওয়া উচিত, কারণ এটি হল, ভারতবাসীর

## জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানে সংশোধনীসমূহ

*জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানে এত সংশোধনী আনা হয়েছিল যে, তাকে সংবিধানের একটি "ক্ষুদ্র সংস্করণ" বলা হতো। প্রস্তাবনা পরিবর্তন করা হয়েছিল, ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ বদলে দেওয়া হয়েছিল এবং সাতটি তফসিল সংশোধন করা হয়েছিল। ৪০টি পৃথক ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছিল; নতুন অনুচ্ছেদ এবং নতুন বিভাগ সংযুক্ত করা হয়েছিল।*

- **৩৮তম সংশোধনী:** রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত করা হয়েছিল।
- **৩৯তম সংশোধনী:** প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকারের নির্বাচনকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।
- **৪২তম সংশোধনী:** কেন্দ্রের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে মৌলিক অধিকারের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে কার্যত সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বদলে গিয়েছিল।
- **৪২তম সংশোধনী:** সংবিধান সংশোধনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
- ৬৯তম সংশোধনের একটি অংশ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কাজও করেছিল।
- লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ছয় বছর করা হয়েছিল।






## লোকসভা নির্বাচনের পর জরুরি অবস্থার অবসান

- ১৬ মার্চ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।
- ৪৪তম সংবিধান সংশোধন ১৯৭৮ সালে কার্যকর করা হয়েছিল। এতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ভিত্তি হিসেবে "অভ্যন্তরীণ গোলযোগ"-এর পরিবর্তে "সশস্ত্র বিদ্রোহ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়ে আইনি সুরক্ষা চালু করা হয়েছিল।
- ৪৪তম সংশোধন আরও নির্ধারণ করেছিল যে, সংবিধানের ২০ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত মৌলিক অধিকারগুলি জরুরি অবস্থার সময়ও স্থগিত করা যাবে না।
- দেশে প্রথমবারের মতো এমন একটি বিধান চালু করা হয়েছিল, যাতে রাষ্ট্রপতি কেবল মন্ত্রিসভার লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।
- এটাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যে, জরুরি অবস্থার মেয়াদ একবারে ছয় মাসের বেশি বাড়ানো যাবে না।

শক্তির একটি সাক্ষ্য, যা এটাই প্রমাণ যে, তাঁরা সত্যিই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং সমুন্নত রেখেছেন। যখন সময় এসেছিল, তখন দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তির জোর দেখিয়েছিলেন। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য যে কোনও দেশের পক্ষে এক অদম্য শক্তি; জনগণের শক্তিকে সর্বদা স্বীকৃতি দিতে হবে। যাঁরা গণতন্ত্রকে ভালোবাসেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা কত বড় লড়াই করেছেন, যা বুঝিয়ে দেয় যে. মানুষের জীবনের একেবারে বুননের সঙ্গে গণতন্ত্র কতটা গভীরভাবে মিশে রয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হওয়া গণতন্ত্রের এই চেতনা হল, ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। জরুরি অবস্থার বার্ষিকী এই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করার কথা মনে করিয়ে দেয়। গত ১২ বছরে 'সংবিধান দিবস' পালন সারা দেশে এক নতুন সচেতনতা জাগিয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করেছে — এটি এমন এক বাস্তবতা, যা আগেকার সময়ে কল্পনাও

# নতুন প্রজন্মের আইন

## ন্যায়বিচার এখন আরও দ্রুত, আরও সহজ এবং ভারতীয়

- **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (আইপিসি-র পরিবর্তে):** এখন এতে ৩৫৮টি ধারা রয়েছে (৫১১ থেকে কমে); ২০টি নতুন অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে; ২৩টি অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক ন্যূনতম সাজা চালু করা হয়েছে; ৬টি অপরাধের জন্য সমাজসেবার বিধান রাখা হয়েছে।
- **ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (সিআরপিসি-র পরিবর্তে):** এখন এতে ৫৩১টি ধারা রয়েছে (৪৮৪ থেকে বেড়ে); ৯টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে।
- **ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর পরিবর্তে):** এখন এতে ১৭০টি ধারা রয়েছে (১৬৭ থেকে বেড়ে)।
- ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তে ‘জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা’ সংক্রান্ত বিধান আনা হয়েছে — সরকারের সমালোচনা করা আর অপরাধ নয়; মত প্রকাশের স্বাধীনতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

**এই আইনগুলি তৈরি করা হয়েছে মোট**

**৩,২০০**

**টি পরামর্শ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আয়োজিত ১৫৮টি বৈঠকের পর।**




**“কোনও ভারতীয়ই কখনও ভুলবে না, কীভাবে আমাদের সংবিধানের চেতনাকে লঙ্ঘন করা হয়েছিল, কীভাবে সংসদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা হয়েছিল এবং কীভাবে বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ৪২তম সংশোধন তাঁদের দ্বিচারিতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গরিব, প্রান্তিক মানুষ এবং দলিতদের বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল — এমন এক আক্রমণ, যার মধ্যে তাঁদের মর্যাদা লঙ্ঘনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

করা যেত না। আজ মানুষ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনও মতামত প্রকাশ করতে পারে, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে, এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে ভিন্নমতও প্রকাশ করতে পারে। এই শক্তি কোথা থেকে আসে? সত্যি বলতে, ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব নিজের চোখে জরুরি অবস্থা দেখেছে এবং তার ফলে সৃষ্ট যন্ত্রণা গভীরভাবে বোঝে। এই শক্তি আসে সেইসব কণ্ঠস্বর থেকেই, যাঁরা জরুরি অবস্থার দমবন্ধ করা বিধিনিষেধের মধ্যেও প্রতিরোধ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

এই কারণেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদী, সংবিধানের ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ‘সংবিধান গৌরব যাত্রা’র আয়োজন করেছিলেন; এবং পরে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, তিনি ২৬ নভেম্বরকে ‘সংবিধান দিবস’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

## “আমরা, ভারতের জনগণ” — এক আহ্বান, এক অঙ্গীকার, এক বিশ্বাস

সুপ্রিম কোর্টে আয়োজিত এক সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী একবার বলেছিলেন যে, প্রস্তাবনার শুরুর তিনটি শব্দ — ‘আমরা, ভারতের জনগণ’ — কেবল শব্দই নয়, বরং এক আহ্বান, এক অঙ্গীকার এবং এক বিশ্বাস। এই চেতনায় ২৬ নভেম্বর, ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে ১৯৪৯ সালে সংবিধানের ঐতিহাসিক গ্রহণ এবং দেশের অগ্রগতিতে এর স্থায়ী ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়েছিল। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, সংবিধানের প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, তিনি তুলে ধরেছিলেন যে, এই দলিলটি মানব মর্যাদা, সাম্য এবং স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, এই বিশেষ সংবিধান.দিবসের

বিশেষ তাৎপর্য ছিল, কারণ তা মিলে গিয়েছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০তম বার্ষিকী এবং গুরু তেগ বাহাদুর জি-র ৩৫০তম শহীদ দিবসের সঙ্গে — চার মহান উত্তরাধিকারের এক মিলন: ঐক্য, ত্যাগ, দেশপ্রেম এবং ধর্ম রক্ষা।

এই প্রতিফলন ১২তম সংবিধান দিবসে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এই বছর সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতাও বহন করে — এমন এক সময় যখন জাতি জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলিকে ভুলতে পারে না — এবং ভোলা উচিতও নয় — যা ২০২৫ সালে ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ২৫ জুন, ১৯৭৫-এ ভারতের গণতন্ত্রের উপর পড়া কালো দাগকে নতুন প্রজন্ম কখনও ভুলবে না এবং জাতি গর্বের সঙ্গে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করার সংকল্প নেবে।

## মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য নতুন শক্তি

সংবিধানের চূড়ান্ত পরীক্ষা হল, তা কতটা ভালোভাবে তার মূল চেতনাকে — অধিকার ও কর্তব্য দুটোরই সুরক্ষাকে — ধরে রাখে। দুঃখজনকভাবে সংবিধানের একেবারে প্রথম সংশোধনীই মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের এক অবশেষ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন স্বাধীন ভারতে দশকের পর দশক ধরে বলবৎ ছিল। এই একই আইনের অধীনে মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বীর সাভারকরের মতো ব্যক্তিরা বছরের পর বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’-র বিধানকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে, যার ফলে সরকারের সমালোচনাকে অপরাধের আওতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত কাজের জন্য কঠোরতম শাস্তি বজায় রাখা হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ১৯শ শতাব্দীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি ২১শ শতাব্দীতে পা রেখেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০১৯ সাল থেকে এই আইনগুলি নিয়ে ব্যাপক পরামর্শ করেছে, মোট ৩,২০০টি পরামর্শ পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ১৫৮টি বৈঠক করেছেন। ছোট বা প্রথমবারের অপরাধের জন্য কারাবাসের বিকল্প হিসেবে সমাজসেবার প্রবর্তন, সময়সীমার মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সারা দেশে এক অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মতো সংস্কারগুলি সংবিধানের মূল চেতনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ — প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারের সমান সুযোগ নিশ্চিত করেছে।

## এক সংবিধান **জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী** পর্যন্ত



**৩৭০ ধারা বাতিল**

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়, এর ফলে ওই অঞ্চলে ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়।

**ইডব্লুএস সংরক্ষণ (১০৩তম সংশোধনী)**

সাধারণ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (ইডব্লুএস)-র জন্য ১০% সংরক্ষণ চালু করা হয়েছিল, যা সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছিল।



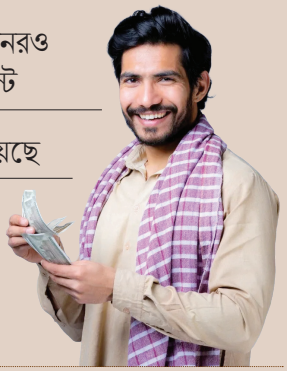
**ওবিসি কমিশনের সাংবিধানিক মর্যাদা (১০২তম সংশোধনী)**

জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনকে (এনসিবিসি) পূর্ণ সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, যা সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির অধিকারকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করে। ১০৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্যগুলিকেও তাদের নিজস্ব ওবিসি তালিকা বজায় রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

# সুশাসনের স্তম্ভসমূহ

## সংবিধানের চেতনাকে প্রতিফলিত করে এমন প্রকল্পসমূহ

### জন ধন যোজনা



- জুন ২০২৬ পর্যন্ত **৫৯০** মিলিয়নেরও বেশি (৫৯ কোটি) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
- জমা **৩** লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে
- এ পর্যন্ত মোট প্রায় **৫৪** লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তরিত হয়েছে।

### আয়ুষ্মান ভারত




- **৪৭০** মিলিয়নেরও বেশি (৪৭ কোটি) সুবিধাভোগী নথিভুক্ত
- **৩৩,০০০+** তালিকাভুক্ত হাসপাতাল
- ৭০+ বয়সী ব্যক্তিদের জন্য **৯.৩** মিলিয়নেরও বেশি (৯৩ লক্ষ) 'আয়ুষ্মান বয় বন্দনা' কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

### জল জীবন মিশন



- শুরুতে গ্রামীণ পরিবারের মাত্র **১৭%** -এর কাছে কলের সংযোগ ছিল
- ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত **৮২.৫৬%** (১৫৯.৮ মিলিয়ন / ১৫.৯৮ কোটি পরিবার) আওতাভুক্ত

### পিএম আবাস যোজনা

প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

- গ্রামীণ এলাকায় **১২.৫** মিলিয়নেরও বেশি (১.২৫ কোটি) শহুরে বাড়ি অনুমোদিত (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)
- **৩.৯১** কোটি অনুমোদিত বাড়ির মধ্যে ৩.১২ কোটি বাড়ি সম্পন্ন
- ২০২৯ সালের মধ্যে ৪৯.৫ মিলিয়ন (৪.৯৫ কোটি) বাড়ির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

### পিএম কিসান সম্মান নিধি




- ২৪তম কিস্তি পর্যন্ত (অক্টোবর ২০২৬) মোট **৪.৬৫** লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে
- **৯৪.৪** মিলিয়ন (৯.৪৪ কোটি) কৃষক পরিবার উপকৃত।

### নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম

- সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য **৩৩%** সংরক্ষণ।

### জিএসটি সংস্কার ২০২৫




- দুটি প্রধান কর স্ল্যাবের সরলীকরণ (৫% এবং ১৮%)
- **১৬.৫** মিলিয়নেরও বেশি (১.৬৫ কোটি) নিবন্ধিত করদাতা
- ২০২৫-২৬ সালে **২২.২৭** লক্ষ কোটি টাকা কর সংগ্রহ

## সাম্যের নীতি: সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা, একেবারে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত

সংবিধানের প্রধান স্থপতি ড. আম্বেদকর এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সবাইকে সমান সুযোগ দিয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার "বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া"র নীতি গ্রহণ করেছে, দশকের পর দশক ধরে সরকারি প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে থাকা মানুষদের কাছে সক্রিয়ভাবে পৌঁছে গেছে। এটি তথ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে: বিভিন্ন সমীক্ষা অনুসারে, দেশে ২৫০ মিলিয়নেরও বেশি কোটি) মানুষ গত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির জন্য বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

জনকল্যাণের দিকে এই যাত্রা বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পে স্পষ্ট। প্রতিটি উদ্যোগের সর্বশেষ পরিসংখ্যান এই প্রচেষ্টার গতি এবং অগ্রগতিকে তুলে ধরছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অধীনে, এখন পর্যন্ত ৫৯০ মিলিয়নেরও বেশি (৫৯ কোটি) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যেখানে মোট জমা ৩ লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে। জন ধন অ্যাকাউন্ট, আধার এবং মোবাইল সংযোগের 'ত্রয়ী'কে কাজে লাগিয়ে, ৩২০টিরও বেশি প্রকল্পের অধীনে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের (ডিবিটি) মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি মোট

**“একজন জনপ্রতিনিধি যিনি সেবাকে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে দেখেন, জনগণের কল্যাণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন, সুশাসনের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেন, এবং সমাজের অগ্রগতির প্রতি নিবেদিত থাকেন — বিনয়, আত্মশৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত — তিনিই সত্যিকার অর্থে জনগণের আস্থা, সম্মান, স্বীকৃতি এবং সমৃদ্ধি অর্জন করেন।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রায় ৫৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। এর ফলে ৫ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা ভুল হাতে যাওয়া থেকে আটকানো গেছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের সরানো হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে এখন ৪৭০ মিলিয়নেরও বেশি (৪৭ কোটি) মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন, যেখানে সারা দেশে ৩৩,০০০-এরও বেশি হাসপাতাল (১৭,৬৮৫টি সরকারি এবং ১৫,৩৮০টি বেসরকারি) এই প্রকল্পের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সী ৯.৩ মিলিয়নেরও বেশি (৯৩ লক্ষ) প্রবীণ নাগরিককে ‘আয়ুষ্মান বয় বন্দনা’ কার্ড দেওয়া হয়েছে। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত দেশের ১৯৩.৫ মিলিয়ন (১৯.৩৫ কোটি) গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫৯.৮ মিলিয়ন (১৫.৯৮ কোটি) বা ৮২.৫৬ শতাংশ পরিবারে কলের জল পৌঁছে গেছে; ২০১৯ সালে যখন এই মিশন শুরু হয়েছিল, তখন মাত্র ১৭ শতাংশ পরিবারের কাছে এই সুবিধা ছিল। ১০০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রিসভা ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ‘জল জীবন মিশন ২.০’ অনুমোদন করেছে, উদ্যোগটি ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পের অধীনে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত ১২.৫ মিলিয়ন (১.২৫ কোটি) বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে। এদিকে, এই প্রকল্পের গ্রামীণ অংশের অধীনে প্রথম দুটি পর্যায়ে অনুমোদিত ৩.৯১ কোটি বাড়ির মধ্যে ৩.১২ কোটি বাড়ি সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৯ সালের মধ্যে ৪৯.৫ মিলিয়ন (৪.৯৫ কোটি) বাড়ির লক্ষ্যের দিকে কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২০২৬ সালের অক্টোবরে পিএম কিসান সম্মান নিধির ২৪তম কিস্তি প্রকাশের সাথে সাথে ৯৪.৪ মিলিয়ন (৯.৪৪ কোটি) কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে মোট ৪.৬৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি স্থানান্তর করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১.৮ মিলিয়নেরও বেশি (২.১৮ কোটি) মহিলা রয়েছেন।

# উপেক্ষিত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার



- **সেঙ্গল:** নতুন সংসদ ভবনের লোকসভা কক্ষে স্থাপিত; ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কর্তব্যের পথের (কর্তব্য-পথ) এক প্রাচীন প্রতীক।

- **‘সংবিধান হত্যা দিবস’ – ২৫ জুন:** জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ির স্মরণে
- **‘বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস’ – ১৪ আগস্ট:** দেশভাগের শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
- **অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য সংরক্ষণ:** ১০৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (ইডব্লুএস) জন্য ১০% সংরক্ষণ

- **শ্রী রাম মন্দির:** ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা



- **পদ্ম পুরস্কার:** সাধারণ নাগরিকদের কৃতিত্বকে সম্মান জানানো — ‘জন-পদ্ম’ (জনগণের পদ্ম)



# এক দেশ এক নির্বাচন

- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সভাপতিত্বে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়।
- ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে দেশে একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- কমিটির রিপোর্ট ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়; কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংবিধান (১২৯তম সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল অনুমোদন করে।
- বর্তমান অবস্থা: দুটি বিলই সাংসদ পি.পি. চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৪১ সদস্যের যৌথ সংসদীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে; ২০২৬ সালের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।
- জেপিসি-এর অনুমান অনুযায়ী, সম্ভাব্য সাশ্রয় হতে পারে ৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং জিডিপি বৃদ্ধি পেতে পারে ১.৬% পর্যন্ত।
- সমস্ত নির্বাচনের জন্য একটিমাত্র একীভূত ভোটার তালিকার প্রস্তাব।

**প্রস্তাবিত মডেল**

প্রথম পর্যায়ে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন, তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ দিনের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন।



**“আমরা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ নীতিগুলিকে শক্তিশালী করার এবং একসঙ্গে মিলে বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করছি। আসুন, আমরা অগ্রগতির নতুন শিখরে আরোহণ করি এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করি।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ প্রদানকারী ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’-এর প্রণয়ন দেশের নারীদের সম্মান জানানোর লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

## অর্থনৈতিক গণতন্ত্র: প্রত্যেক নাগরিকের কাছে ন্যায়ের সাংবিধানিক নীতি পৌঁছে দেওয়া

সাম্যের সাংবিধানিক নীতি শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা অর্থনৈতিক জীবনেও ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে কার্যকর হওয়া পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার কর কাঠামোকে সরল করে মাত্র দুটি প্রধান স্ল্যাবে নিয়ে এসেছে: ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ। সাবান, টুথপেস্ট এবং ভারতীয় রুটির মতো দৈনন্দিন জিনিসপত্রের উপর কর কমিয়ে ৫ শতাংশ বা শূন্য করা হয়েছে। জীবনদায়ী ওষুধের উপর করের হারও শূন্য বা ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে, আর কৃষি সরঞ্জাম - যার মধ্যে ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার এবং রোটাভেটর রয়েছে - তার হার ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে; কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এই পদক্ষেপকে কৃষকদের জন্য আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। হস্তশিল্পের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সূচিকর্ম এবং হ্যান্ডব্যাগ তৈরি করা কারিগরদের উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দিয়েছে। একইভাবে, খেলনা এবং ক্রীড়া সামগ্রীর হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা শিশু বিকাশের জন্য পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এমএসএমই-গুলিকে উৎসাহ দিয়েছে। এই সংস্কারগুলি দেশের ১.৬৫ কোটিরও বেশি জিএসটি-নিবন্ধিত করদাতাকে সরাসরি উপকৃত করেছে, যা ২০১৭ সালে নিবন্ধিত ৬৬.৫ লক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। কর সংগ্রহও ধারাবাহিকভাবে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, ২০২১-২২ সালে প্রায় ১৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে প্রায় ২২.২৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই গতি ২০২৬-২৭

সালেও অব্যাহত রয়েছে, যেখানে ২০২৬ সালের শুধুমাত্র এপ্রিল ও মে মাসেই জিএসটি সংগ্রহ প্রায় ৪.৩৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, কীভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ব্যবসা আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থায় যোগ দিচ্ছে, সরলীকৃত কর কাঠামো রাজস্ব বৃদ্ধিতে কীভাবে কার্যকর অবদান রাখছে।

আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয় মনোযোগের এই চেতনা 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর অধীনে একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় পণ্যের প্রচারের আহ্বান, যা প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম 'মন কি বাত' সম্প্রচারে দিয়েছিলেন, এখন তা খেলনা শিল্পের মতো ক্ষেত্রে বাস্তব ফল দিচ্ছে। ভারত ২০২৫-২৬ সালে প্রধান খেলনা বিভাগে ১৫২ মিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য অর্জন করেছে, যা ২০১৭-১৮ সালে থাকা বাণিজ্য ঘাটতি থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। 'এক জেলা এক পণ্য' (ওডিওপি) প্রকল্পের অধীনে, প্রতিটি জেলার অনন্য পরিচয়কে বাজারে নিয়ে আসার লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগগুলি ১.৭১ লক্ষ কোটি টাকার মূল্যায়নে পৌঁছেছে। মার্জিন মানি স্কিমের অধীনে ৬,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যেখানে ১.২৫ কোটিরও বেশি ওডিওপি কারিগর প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক টুলকিট পেয়েছেন। হস্তশিল্প ক্ষেত্রে জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে অনুমোদিত ৮৩৭ কোটি টাকার ব্যয়ে ২,৩২৫টি প্রকল্প ও কর্মসূচি সরাসরি ৬৬,০০০-এরও বেশি কারিগরকে উপকৃত করেছে। তাঁত ক্ষেত্র, যা সারা দেশে ৩৫ লক্ষেরও বেশি মানুষকে কর্মসংস্থান দেয়, যাঁর ৭০ শতাংশেরও বেশি মহিলা, সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির জীবন্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করছে: প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং প্রতিটি কারিগরের শিল্পের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করছে।

প্রতিরক্ষা উৎপাদনেও দেশীয়করণের একই রকম কাহিনী দেখা গেছে। প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২০১৩-১৪ সালে ৬৮৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৩৮,৪২৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে — ৫৬ গুণ বৃদ্ধি। পাঁচটি 'পজিটিভ ইন্ডিজেনাইজেশন তালিকা'-র মাধ্যমে ৫,৫০০-এরও বেশি প্রতিরক্ষা সামগ্রী চিহ্নিত করা হয়েছে; এর মধ্যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩,০০০-এরও বেশি দেশীয়করণ করা হয়েছে। এলসিএ তেজস, অর্জুন ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি বন্দুক, অ্যাসল্ট রাইফেল, করভেট, সোনার সিস্টেম, লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার এবং দেশীয় রাডারের মতো ব্যবস্থাগুলি এখন ভারতের কৌশলগত আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্পগুলির অধীনে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। এছাড়াও, ১৫.২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি রপ্তানি সহজতর করা হয়েছে এবং ১৪ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, সংবিধানে পরিকল্পিত 'সমান অর্থনৈতিক সুযোগ' এখন

## সংবিধান দিবসের (২০২৫-২৬) সঙ্গে মিলে যাওয়া উল্লেখযোগ্য মাইলফলক



- সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী।
- ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী।
- গুরু তেগ বাহাদুর জি-র ৩৫০তম শহীদ দিবস বার্ষিকী।
- জরুরি অবস্থার ৫০ বছর (২৫ জুন, ১৯৭৫ – ২০২৫)।
- 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০তম বার্ষিকী।
- সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫-৭৭ বছর (২০২৪-২০২৬)।

বাস্তবায়িত হচ্ছে — নীতি এবং বাস্তবায়ন উভয় দিক থেকেই।

### গণতন্ত্রের জননী: বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য

ভারত শুধু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রই নয়, 'গণতন্ত্রের জননী'-ও বটে। ভারতের ৫,০০০ বছরের পুরনো বেদগুলিতে সভা ও



**আমাদের সংবিধান মানব মর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এটি যেমন আমাদের অধিকার দেয়, তেমনি নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেয় — যে কর্তব্যগুলিকে আমাদের সবসময় রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। এই দায়িত্বগুলিই একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি। আসুন, আমাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারকে আবার নিশ্চিত করি।**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সমিতির উল্লেখ রয়েছে; মহাভারতের মত গ্রন্থে গণ-এর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে; আর ডঃ আম্বেদকর নিজেই বৌদ্ধ সংঘকে ভারতীয় সংসদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেখানে প্রস্তাব, কোরাম ও ভোটদান সংক্রান্ত নিয়মের উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের কাছে গণতন্ত্র কেবল একটি ব্যবস্থা নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক নীতি, একটি ধারণা এবং একটি ঐতিহ্য।

আজ যখন ভারতের অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা শক্তিশালী হচ্ছে, তখন বিশ্ব বড় আশা নিয়ে এর দিকে তাকিয়ে আছে। যে জাতির স্থিতিশীলতা একসময় সন্দেহের মুখে ছিল, তা এখন তার বৈচিত্র্যের জন্য গর্ব করে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। নতুন সংসদ ভবনে স্থাপিত পবিত্র সেঙ্গল এই চিরন্তন সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার একটি প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মহান চোল সাম্রাজ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কর্তব্যের পথের প্রতীক — সেঙ্গল — এখন সংসদ ভবনে রাখা হয়েছে। ভারত ঔপনিবেশিক যুগ থেকে বেরিয়ে আসার সময় যে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল, প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে এটি তার স্মারক হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচনী সংস্কার: 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর লক্ষ্যে – ঘন ঘন নির্বাচনের কারণে উন্নয়নের গতিতে যে স্থবিরতা আসে তা রোধ করতে, কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি অংশীদারদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার পর ২০২৪ সালে তার প্রতিবেদন জমা দেয়। এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংসদে সংবিধান (১২৯তম সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ আনার অনুমোদন দেয়। উভয় বিলই বর্তমানে সংসদ সদস্য পি. পি. চৌধুরীর নেতৃত্বে ৪১ সদস্যের যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বিবেচনাধীন রয়েছে, কমিটি দেশজুড়ে অংশীদারদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছে। কমিটিকে ২০২৬ সালে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। কমিটির অনুমান অনুযায়ী, একসঙ্গে নির্বাচন করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে এবং ভারতের জিডিপি ১.৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ দিনের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে — যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সময়, সম্পদ এবং প্রশাসনিক বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন

মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন যে, সমস্ত অধিকার নাগরিকদের বিশ্বস্তভাবে পালন করা কর্তব্য থেকেই উদ্ভূত হয়। গত শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে, যখন বিশ্ব কেবল অধিকারের উপর মনোনিবেশ করেছিল, তখন গান্ধীজি নাগরিকদের কর্তব্যের উপর জোর দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ধারাবাহিকভাবে এই ধারণাটিকে সমর্থন করে এসেছেন যে, অধিকার ভোগের উপর সংবিধান যতটা গুরুত্ব দেয়, কর্তব্য পালনের উপরও ততটাই গুরুত্ব দেয়। সংবিধান দিবসে প্রস্তাবনার সম্মিলিত পাঠের উদ্দেশ্যও হল, 'বিকশিত ভারত'-



এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে — বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে — নাগরিক কর্তব্য পালনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই ভাবনা কেবল বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; নীতি নির্ধারণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, আর স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় প্রায় ১২০ মিলিয়ন (১২ কোটি) শৌচাগার নির্মাণ নাগরিক কর্তব্যকে পরিচ্ছন্নতার প্রতি এক ব্যবহারিক অঙ্গীকারে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়াও 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়িয়ে ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে শক্তিশালী করছে — যা সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিহিত 'দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা'র আদর্শেরই এক সম্প্রসারণ।

## সাংবিধানিক চেতনার পুনরুজ্জীবন: নতুন প্রজন্মের জন্য এক অঙ্গীকার

গত ১২ বছরে বিশ্ব ভারত ও তার সংবিধানের দৃঢ় শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে। আগে গণতন্ত্র নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা প্রায়ই কেবল এথেন্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ম্যাগনা কার্টার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, আর প্রাচীন ভারতীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলি প্রায়শই অলক্ষিত থেকে যেত। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের এই মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি সাংবিধানিকতাকে এমন পর্যায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, এখন কোনও শাসকই সংবিধানের সঙ্গে কারসাজি করার সাহস করবে না। প্রতি বছর ২৫ জুনকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করা জাতির দৃঢ় সংকল্পের সাক্ষ্য বহন করে: জরুরি অবস্থার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেশ আর কখনও মেনে নেবে না।

নিঃসন্দেহে, ১২তম সংবিধান দিবস কেবল একটি তারিখের উদযাপন নয়, বরং একটি সম্মিলিত চেতনার উদযাপন — যেখানে প্রতিটি নাগরিক তাঁদের অধিকার প্রয়োগের মতোই, একই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন। যখন গণ পরিষদের সদস্যরা ২ বছর, ১১ মাস এবং ১৮ দিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই মহান দলিলটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের স্বপ্ন ছিল, প্রতিটি পরবর্তী প্রজন্ম যেন এটি মেনে চলে, এটি বোঝে এবং এটি থেকে শেখে। আজ দেশ যখন 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন এই সম্মিলিত অঙ্গীকারে যোগ দেওয়া এবং এই পুনরুজ্জীবিত সাংবিধানিক চেতনার মশালবাহক হওয়া ১.৪ বিলিয়ন নাগরিকের সকলের দায়িত্ব — প্রকৃত অর্থে যা সংবিধান দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য। ●



প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

**প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে বিজয়াদশমী উদযাপনে যোগদান করলেন**

# ‘রাম সে রাষ্ট্র’ এবং ‘দেব সে দেশ’ -এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে

***বিজয়াদশমীর শুভ উপলক্ষে রামলীলা জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং ভগবান রামের আদর্শের বার্তা দিয়েছে। ২০ অক্টোবর দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতিকে বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় গৃহীত ‘রাম সে রাষ্ট্র’ এবং ‘দেব সে দেশ’-এর সংকল্পগুলি আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবশ্যই পূরণ হবে।***

হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভগবান রামকে ভক্তি করে এসেছেন। এই ভক্তির উৎস শুধু এই নয় যে ভগবান রাম অসুর রাজা রাবণকে পরাজিত করেছিলেন বরং তিনি এমন আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন যা মানবজাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন যে, ভগবান রাম তাঁর জীবনজুড়ে অসংখ্য প্রতিকূলতার সন্মুখীন হলেও, তিনি কখনও সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর চরিত্র এমন ছিল যে তিনি স্থিতধী থাকতেন - রাজত্ব লাভের সম্ভাবনায় তিনি উল্লসিত হননি, কিংবা বনবাসে নির্বাসনেও বিচলিত হননি। প্রচন্ড প্রতিকূলতা সহ্য করার সময়েও তিনি অবিচলভাবে ধর্মকে সমুন্নত রেখেছিলেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিজের সম্ভাবনাকে চেনা এবং নিজের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখাঃ ভগবান রামের জীবন থেকে একটি গভীর শিক্ষা হলো, সংকট যতই ভয়াবহ হোক বা চ্যালেঞ্জ যতই কঠিন হোক না কেন, অন্যের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। পরিবর্তে, নিজের সম্ভাবনাকে চিনতে হবে, নিজের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখতে হবে, নিজের সংকল্পকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ভগবান রাম আমাদের শিখিয়েছেন যে পথের বাধা যাত্রাকে থামাতে পারেনা। তিনি জনগণের সম্মিলিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, জন অংশগ্রহণকে তাঁর শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন, উপলব্ধ সম্পদকে সংহত করেছিলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে






**দেশজুড়ে রামলীলার মঞ্চায়ন – এমন একটা ঐতিহ্য যা ভগবান শ্রীরামের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখে, অত্যাচার ও সন্ত্রাসের অবসান ঘোষণা করে এবং মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়ের বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে – শুধুই একটা উৎসব নয়; এটা ভারতের প্রাণশক্তি।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

## সাফল্যের মূল মন্ত্র

- নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস।
- নিজের সামর্থ্যের ওপর আস্থা।
- নিজের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।
- নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটল সংকল্প।

অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। আজ আমাদের সামনে রয়েছে ‘বিকশিত ভারত’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর লক্ষ্য। আমাদের অবশ্যই জনগণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনকল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে এবং তাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে; এর জন্য আমাদের স্বয়ং ভগবান রামের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত।

## দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সেবা করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

ভগবান রাম বনবাসকালে নিষাদরাজকে বরণ করেছিলেন এবং মা শবরীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি করুণা, দয়া, প্রেম এবং সম্প্রীতির নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন। বনবাস থেকে ফিরে অযোধ্যার রাজা হওয়ার পর তিনি ‘রামরাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করেন – এটা এমন একটা শাসনব্যবস্থা যা আজও সুশাসনের স্বর্ণমান হিসেবে বিবেচিত হয়। ‘রামরাজ্য’ বলতে বোঝায় বৈষম্যহীন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে সকলের জন্য ন্যায়বিচার সহজলভ্য এবং প্রত্যেকে সমান সুযোগ ভোগ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের জনগণকে জনতা জনার্দন হিসেবে দেখতে হবে এবং ‘নাগরিক দেবো ভব’-এর আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সেবা করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

## বিজয়াদশমীঃ বিজয়ের উৎসব

বিজয়াদশমী হলো বিজয়ের উৎসব। এটা এই বিশ্বাসে সাহস জোগায় যে, প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্য ও মানবতারই জয় হবে। বিজয়াদশমীর এই চেতনা সর্বদাই ভারতের মূল দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

## এক হয়ে দাঁড়ানো

দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। যারা দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে, যারা সমাজকে বিভক্ত করতে চায় এবং যারা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে – তারাই দেশের প্রকৃত শত্রু। প্রধানমন্ত্রী মোদী সকলকে তাদের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেনঃ আমাদের অবশ্যই মা ভারতীর শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের পরাজিত করতে হবে। ‘দেশ প্রথম’ এই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সকলকে এক হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

# প্রধানমন্ত্রী বিকশিত গ্রাম স্বরাজ যোজনা
## এবং কন্টেইনার উৎপাদন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে

*কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, সরকার 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত গ্রাম স্বরাজ' যোজনা (পিএম ভিজিএসওয়াই) অনুমোদন করেছে, যা বিকশিত ভারতের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পরবর্তী প্রজন্মের শাসন রূপান্তর উদ্যোগ। এছাড়াও, কন্টেইনার উৎপাদন উন্নয়ন প্রকল্প এবং 'খেলো ইন্ডিয়া' ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ত্রাণ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০২৬ -২৭ থেকে ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত (ষোড়শ অর্থ কমিশনের মেয়াদের সঙ্গে একই সময়ে) বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।*

**সিদ্ধান্ত: ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ সময়কালের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত গ্রাম স্বরাজ' প্রকল্পটিকে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষিত প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন করা হলো।**

**প্রভাবঃ** এই কেন্দ্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষিত প্রকল্পটি 'বিকশিত ভারত'-এর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রামীণ শাসনকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত একটি উদ্যোগ।

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৫৫ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েত এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রায় ৩২ লক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীদাররা সরাসরি উপকৃত হবেন।
- এটি পঞ্চায়েতগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে তারা অর্থ কমিশনের অনুদান এবং অন্যান্য তহবিল কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে, নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আয় করতে (নিজস্ব উৎস রাজস্ব- ওএসআর), এবং অনলাইন হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে পারবে।
- এই প্রকল্পটি সম্পদের স্বচ্ছ ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে, স্থানীয় উন্নয়নের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে এবং জবাবদিহিমূলক ও আত্মনির্ভরশীল পঞ্চায়েত গঠনে উৎসাহ জোগাবে।
- সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প ও জাতীয় উদ্যোগগুলি সম্পর্কে উন্নততর ধারণা তৈরির জন্য অন্তত ১ কোটি নাগরিকের কাছে পৌঁছানো হবে।
- এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ৭,৩৯৫.৫৫ কোটি টাকা।





**আমাদের সরকার 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত গ্রাম স্বরাজ যোজনা' অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ, সক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগটি জনগণের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতি ত্বরান্বিত করবে**

*- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

**সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা (DA) এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ত্রাণ(DR) বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।**

**প্রভাবঃ** এটা ১ জুলাই, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে প্রায় ৪৮.৫৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৮.৭১ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

- ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বিদ্যমান হারের সঙ্গে ৩% বৃদ্ধি যোগ করা হয়েছে।
- মহার্ঘভাতা এবং মহার্ঘ ত্রাণ দুয়ের এই বৃদ্ধির ফলে সরকারি কোষাগারের ওপর বার্ষিক ১০,০১৬.১০ কোটি টাকার বোঝা চাপবে।
- সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনুমোদিত সূত্রের ওপর ভিত্তি করে এই বৃদ্ধি করা হয়েছে।

**সিদ্ধান্ত: একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা 'খেলো ইন্ডিয়া ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প' অনুমোদন করেছে।**

**প্রভাবঃ** এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ, উৎপাদন, উদ্ভাবন এবং রপ্তানিকে উৎসাহিত করা এবং একই সঙ্গে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্ব অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

- এর লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ, প্রযুক্তি গ্রহণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন, গুণগত মান সনদ এবং বাজার উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ভারতের ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। এই প্রকল্পটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া সরঞ্জাম শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
- ২০২৬ থেকে ২০৩৩-৩৪ সময়কালের জন্য মোট বরাদ্দ হলো ১,৮৫৬.৬৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল।

*মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলির ওপর সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

**সিদ্ধান্ত: ২০৩৯-৪০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১০,০০০ কোটি টাকার বাজেটসহ 'কন্টেইনার উৎপাদন উন্নয়ন প্রকল্প' (সিএমপিএস)-এর অনুমোদন।**

**প্রভাবঃ** এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ভারতে একটি বিশ্বমানের, প্রতিযোগিতামূলক কন্টেইনার উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা, আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করা।

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন উৎপাদন ইউনিটগুলিকে সহায়তা করা হবে এবং বিদ্যমান কন্টেইনার উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ সহজতর করা হবে।
- বার্ষিক দেশীয় কন্টেইনার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫ লক্ষ টিইইউ পর্যন্ত পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- এটা একটা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনভিত্তি স্থাপন করবে, যা ভারতকে উচ্চমানের শিপিং কন্টেইনারের জন্য একটি বৈশ্বিক রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা রাখে।
- এটা ভারতের সামুদ্রিক এবং লজিস্টিক সরবরাহ শৃঙ্খলের সর্বোত্তম ব্যবহারকে শক্তিশালী করবে।
- আনুমানিক ৩,০০০ প্রত্যক্ষ এবং ৫০,০০০-এর বেশি পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি কর্নার কাস্টিং, বিশেষায়িত ইস্পাত, কাঠের ফ্রেম এবং রঙের মতো সহায়ক শিল্পগুলিকেও সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কন্টেইনার উৎপাদন উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল।





পিএম আবাস-গ্রামীণের ১০ বছর

# স্থিতিশীলতা.. সুযোগ... ভবিষ্যতের জন্য আশার সঞ্চার

***একটি ঘর তৈরি করা যেকোন পরিবারে নিরাপত্তা, সুখ এবং মর্যাদা নিয়ে আসে। এই কারণেই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বিদ্যুৎ, জল, শৌচাগার এবং গ্যাস সংযোগের সুবিধাও প্রদান করে। গত দশকে দেশের গ্রামীণ আবাসনের যাত্রাটি রূপান্তর এবং মর্যাদার এক কাহিনী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা –গ্রামীণের লক্ষ্য হলো ২০২৯ সালের মধ্যে ৪৯.৫ মিলিয়ন (৪.৯৫ কোটি) ঘর প্রদান করা।***

একটি বাড়ি শুধু ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটি কাঠামো নয়; এটা আমাদের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাড়ির দেওয়াল নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এই অনুভূতি ও বিশ্বাসকে মাথায় রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালের ২০ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY-G) চালু করেন। গত দশকে, PMAY-G-এর অধীনে ৩৯.১ মিলিয়ন (৩.৯১ কোটি) বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে; ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত, এর মধ্যে ৩১.২ মিলিয়ন (৩.১২ কোটি) বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন ও বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে, ৭.৯ মিলিয়ন (৭৯ লক্ষ) বাড়ি নির্মাণাধীন রয়েছে। এই বাড়িগুলি যাতে নিরাপদ ও উন্নতমানের হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৪ লক্ষ রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। এছাড়াও, এই প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অন্তত ৬০শতাংশ তফসিলি জাতি (এসসি) এবং তফসিলি উপজাতি (এসটি)-র যোগ্য সুবধাভোগীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

## নারীর ক্ষমতায়ন

PMAY-U 2.0-এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সহায়তায় নির্মিত বা কেনা বাড়ি অবশ্যই পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা প্রধানের নামে, অথবা পরিবারের পুরুষ প্রধান এবং তার স্ত্রীর নামে যৌথভাবে হতে হবে। শুধুমাত্র যে পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সদস্য নেই, সেইক্ষেত্রেই বাড়িটি কোন পুরুষ সদস্যের নামে হতে পারে। ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত, PMAY-U 2.0-এর অধীনে ১৬.২০ লক্ষ বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১২.৬২ লক্ষ বাড়ি মহিলাদের নামে অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহুরে (PMAY-U)-এর অধীনে অনুমোদিত ১.২৭ কোটিরও বেশি বাড়ির মধ্যে ১ কোটি বাড়ি মহিলাদের নামে অনুমোদন করা হয়েছে।

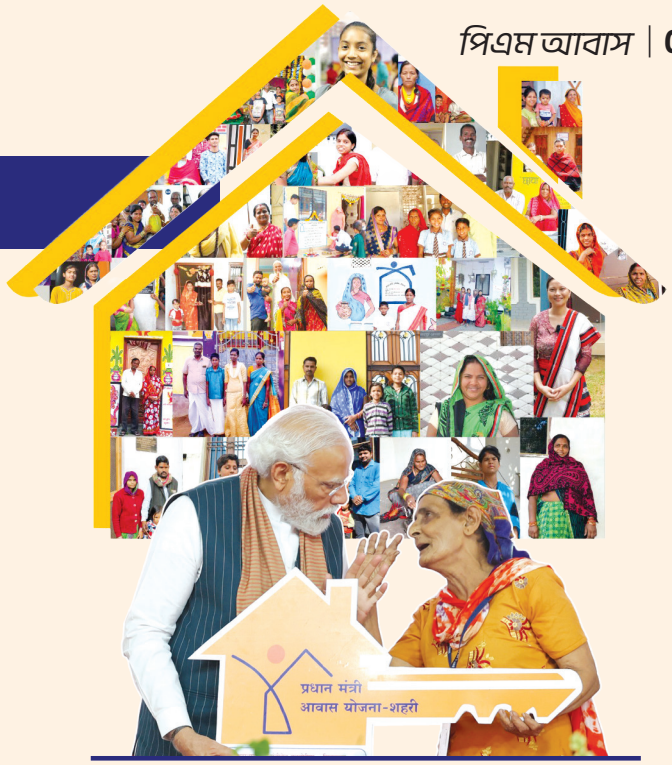
## এআই-এর মাধ্যমে গ্রামীণ আবাসন পর্যবেক্ষণ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY-G)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করেছে যে নির্মিত প্রতিটি বাড়ি আসল এবং প্রতিটি সুবিধাভোগী যাচাইকৃত। এই লক্ষ্যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) টুল ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে।

- **শনাক্তকরণ ব্যবস্থাঃ** এআই মডেলগুলি আপলোড করা ছবি বিশ্লেষণ করে দেওয়াল, ছাদ, দরজা এবং জানালার মতো কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করে। এটা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র আসল এবং পূর্ণ নির্মিত বাড়িগুলি সম্পূর্ণ হিসেবে বৈধতা পায়।

- **জালিয়াতি প্রতিরোধঃ** মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম একই এলাকার মধ্যে থাকা বাড়িগুলির ছবি তুলনা করে। যদি কোন সাদৃশ্য শনাক্ত করা হয়, তবে সিস্টেমটি নকল বা জালিয়াতিপূর্ণ প্রতিবেদন প্রতিরোধ করার জন্য একটি সতর্কতা জারি করে।

- **ফেসিয়াল অথেন্টিকেশন এবং ই-কেওয়াইসিঃ** আধার-ভিত্তিক এআই-সক্ষম ফেসিয়াল অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের যাচাই করা হয়। 'আবাস+ ২০২৪' মোবাইল অ্যাপটি আধার-ভিত্তিক মুখমণ্ডল যাচাইকরণের পাশাপাশি থ্রিডি বাড়ির নকশার মতো উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে সুবিধাভোগী শনাক্তকরণে স্বচ্ছতা আরও বাড়িয়েছে।




**প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে কোটি কোটি সুবিধাভোগী ইতিমধ্যে তাদের নিজস্ব স্থায়ী বাড়ি পেয়েছেন। প্রতিটি অভাবী পরিবারকে একটি বাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার পূর্ণ অঙ্গীকার নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

দেশ 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেখানে ক্ষমতায়িত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আগামী বছরগুলি ব্যাপক গ্রামীণ আবাসন অর্জনের পথে একটি নির্ণায়ক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে ৩.১২ কোটি বাড়ির নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আবাসনের ব্যবস্থাকে মর্যাদা, ক্ষমতায়ন এবং অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ এবং সুবিধার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে এই উদ্যোগটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। এই অগ্রগতি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি যোগ্য পরিবার একটি স্থায়ী বাড়ি পাবে। ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি গ্রামীণ ভারতে 'সবার জন্য আবাসন'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে।

## প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - আরবান (PMAY-U)

দেশের শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণী (EWS) এবং নিম্নআয়ের গোষ্ঠী (LIG)-র মতো বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ১.১২ কোটি বাড়ির চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের ২৫ জুন চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান ১.০ এবং PMAY-U 2.0-এর অধীনে মোট ১২৭.৬৮ লক্ষ বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে (যার মধ্যে PMAY-U 1.0-এর অধীনে ১১১.৪৮ লক্ষ এবং PMAY-U 2.0-এর অধীনে ১৬.২০ লক্ষ বাড়ি রয়েছে)। এর মধ্যে ১২১.০৩ লক্ষ বাড়ির নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ২০২৬ সালের ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশে ৯৯.০৭ লক্ষ (৯.৯০৭ মিলিয়ন) আবাসন ইউনিটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ●




আরবিআই-এর ডেটা সেন্টার এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

# সুশাসনের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন

***নিরাপদ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, ভারত প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত পরিকাঠামো নির্মাণ, দরিদ্র পরিবারগুলির মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল সংযোগ প্রসারের গতি ত্বরান্বিত করছে। নাগরিকদের মধ্যে এই আস্থা জাগানোর জন্য পরিষেবা ও সংস্থান তৈরি করা হচ্ছে যে, দেশের উন্নয়নের যাত্রায় তারা পিছিয়ে থাকবেন না। এইসব প্রচেষ্টার মাঝে, ভারত তার আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপত্তাও জোরদার করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ অক্টোবর ওড়িশায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নবনির্মিত ডেটা সেন্টার এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেন।***

বর্তমান সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহজ করা এবং তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, ভারতের শাসনব্যবস্থার পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। আরবিআই-এর নতুন সুবিধাগুলি দেশের জন্য এক নতুন অগ্রাধিকারের প্রতিফলন। আজ, সরকারের লক্ষ্য হলো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তার পরিধি প্রসারিত করা এবং সমাজের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া। কয়েক দশক ধরে, উন্নয়নের সুফল প্রতিটি অঞ্চলে এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরা এই ধারণাটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি। আমাদের মডেলটি জনমুখী, সক্রিয় এবং সুশাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দৃষ্টিতে, উন্নয়ন মানে ভারতের জন্য ন্যায়সঙ্গত অগ্রগতি – যা আমাদের গ্রাম এবং ছোট শহরগুলিতেও সুযোগ পৌঁছে দেয়। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করা, দরিদ্র পরিবারগুলিকে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া এবং প্রতিটি নাগরিককে ক্রমাগত আশ্বস্ত করা যে দেশের উন্নয়ন যাত্রায় তারা পিছিয়ে থাকবে না।.

## ব্যাঙ্কিং আরও নির্ভরযোগ্য ও সুরক্ষিত হবে

বিগত দশকে, ভারত আগে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়া জনগোষ্ঠীগুলিকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক পরিমন্ডলে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর মনোযোগ দিয়েছে।

## পূর্ব ভারতঃ বিকশিত ভারতের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি

ভুবনেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, 'বিকশিত ভারত' গড়ার ক্ষেত্রে পূর্ব ভারত প্রবৃদ্ধির এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে ওড়িশায় উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি নতুন গতি পেয়েছে। ঐতিহ্যবাহী খনিজভিত্তিক শিল্পের পাশাপাশি, রাজ্যটি এখন সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, ডেটা সেন্টার এবং অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং –এর জন্য নতুন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে। মাইন থেকে মাইক্রোচিপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উন্নয়ন যাত্রার মাধ্যমে ওড়িশা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, প্রবৃদ্ধির এই উদীয়মান ক্ষেত্রগুলি বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

*প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, আগামী দশকটি ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিকে আরও দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য উৎসর্গীকৃত হবে – যা ওড়িশার মতো নতুন ডেটা সেন্টার এবং শক্তিশালী কম্পিউটিং সিস্টেম দ্বারা সমর্থিত হবে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে আধুনিক যুদ্ধ এখন আর শুধুই প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে লড়া হয়না; একটি দেশের অর্থনীতিকে লক্ষ্যবস্তু করে তাকে দুর্বল করা যেতে পারে। ভারত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাইবার-অপরাধী এবং সাইবার-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সাইবার হুমকির প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই নতুন চ্যালেঞ্জগুলি পুরনো সিস্টেম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বা সরঞ্জাম দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক পরিকাঠামো এবং একটি দক্ষ জনশক্তি – এমন ক্ষেত্র যেখানে একটি নিবেদিত সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### সরকারি সহায়তা বিতরণে অপচয় দূরীকরণ

প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন যে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন। মধ্যবিত্তদের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া ছিল এক সুদূর স্বপ্ন, আর ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন এবং নারীদের জন্য তা ছিল কার্যত অকল্পনীয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আধুনিক যুগ সারা দেশে এই চিত্রকে বদলে দিয়েছে। আজ, ভারতের ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্রত্যেককে ২৪/৭ আর্থিক পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি পরিবার




> **এমনকি যাদের ব্যাঙ্কে দেওয়ার মতো কোন জামানত নেই, তারাও এখন নিজেদের উদ্যোগ শুরু করার জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য ঋণ পেতে পারছেন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী কারিগর এবং রাস্তার বিক্রেতা থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক পর্যন্ত – তারা প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুবিধাগুলি লাভ করছেন।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

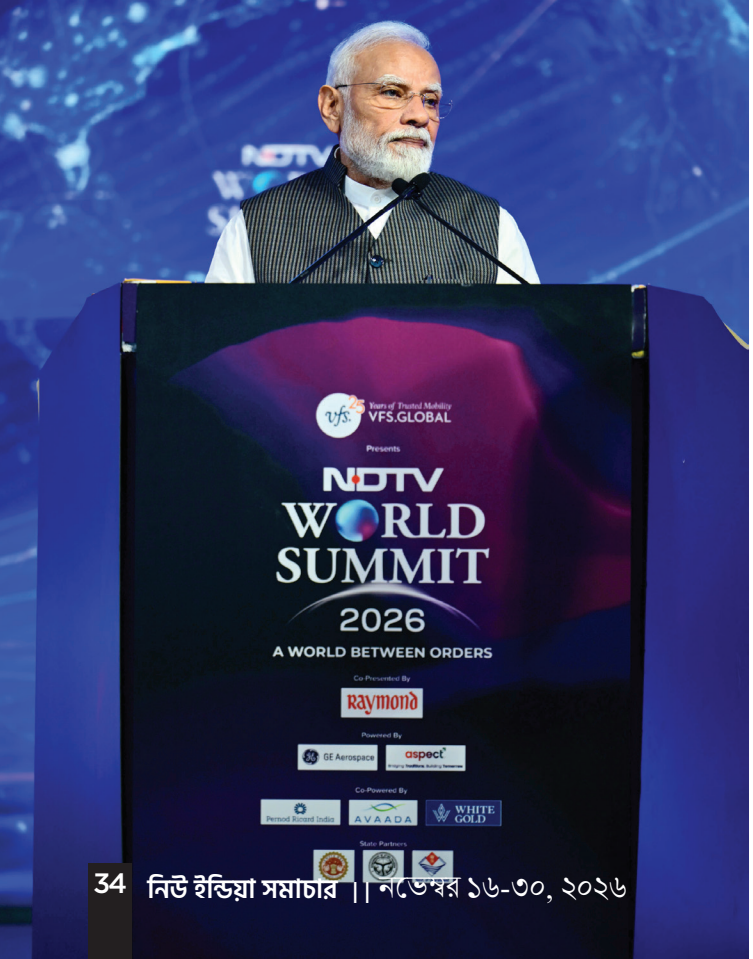



এর থেকে উপকৃত হতে পারে। সরকারি সহায়তা বিতরণে অপচয় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে; কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো প্রতিটি টাকা এখন কোনরকমভাবে না কেটেই সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়। সারা দেশে খোলা প্রায় ৬০০ মিলিয়ন (৬০ কোটি) 'জন ধন' অ্যাকাউন্টের কারণেই এটা মূলত সম্ভব হয়েছে। ●

# ভারতের শক্তি বিশ্বের শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে

***'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প শুধু ১৪০ কোটি নাগরিকের আকাঙ্ক্ষার পূরণই নয়; এটা একটা শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিশ্বের নিশ্চয়টাও বটে। ভারত এখন আর শুধু বিশ্বের 'ব্যাক অফিস' নয়; এটা একটা 'ব্রেন অফিস' - এ পরিণত হয়েছে, উদ্ভাবন এবং সমাধানের একটি কেন্দ্র - যার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর জন্য একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন।***

> **একটি উন্নত ভারত শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়; এটা একটা উন্নততর বিশ্বের নিশ্চয়তা।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*




২২ অক্টোবর এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বৈশ্বিক পরিবর্তন এখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। এই পরিবর্তনগুলির বাস্তব পরিণতি আন্তর্জাতিক ফোরামের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। 'দ্য ওয়ার্ল্ড বিটুইন অর্ডারস' (বিশৃঙ্খলা ও নতুন শৃঙ্খলার মাঝে আটকে থাকা একটি বিশ্ব) শীর্ষক মূলভাবের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্ব সম্প্রদায়কে এই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আহ্বান জানান যে, কেন বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কেন পুরনো ব্যাবস্থাগুলি সমসাময়িক সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে।

বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সামুদ্রিক পথ, যা একসময় বিভিন্ন দেশকে সংযুক্ত করার প্রধান মাধ্যম ছিল, এখন সেগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, এমন একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি, যা প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "আর ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ভারতের ভূমিকার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে।" তিনি আরও মন্তব্য করেন, "যদি শতাব্দী বদলে যায় কিন্তু আমরা না বদলাই, তবে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা অনিবার্যভাবে হ্রাস পাবে।" সুতরাং উদীয়মান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে থাকা বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংস্কার করা এবং 'গ্লোবাল সাউথ'কে অবিলম্বে তার ন্যায্য স্থান প্রদান করা অপরিহার্য।

## প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি উল্লেখ্য ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন...

**৩০০** গিগাওয়াট

ভারত প্রথমবারের মতো জীবাশ্ম-বহির্ভূত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার এই মাইলফলক অতিক্রম করেছে।



- সেপ্টেম্বরে পণ্য রপ্তানিতে ২৫% বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।
- গত ১২ বছরে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্যের রপ্তানি দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।
- ৩.৫ কোটিরও বেশি মহিলা 'লাখপতি দিদি' হয়েছেন; লক্ষ্যমাত্রা ৬ কোটিতে পৌঁছানো।
- 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার' অধীনে ৭ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।
- মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ওপর শূন্য করের সুবিধা পাচ্ছে।
- গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
- ২০২৫ সালে ১.৫ লক্ষ পেটেন্ট আবেদন দাখিল করা হয়েছিল।
- চিপ-ডিজাইন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কর্মশক্তির ২০% ভারতে রয়েছে।
- ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা ২ থেকে ৩ ন্যানোমিটার চিপ ডিজাইন করার কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন।
- সারা দেশের শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত ৩২৫টিরও বেশি চিপ ডিজাইন তৈরি করেছে।
- বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) ভারতে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ভবিষ্যৎ সংকট মোলাবিলার জন্য গৃহীত সরকারি নীতিমালা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পিছনের দূরদর্শিতা কীভাবে ওষুধ শিল্পকে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যা আগে কাঁচামালের জন্য আমদানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। এই রূপান্তরে উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, নতুন পথ অন্বেষণ করা, প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে পরিণত করা এবং ভারতের সাফল্যকে বিশ্ব সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা বড় স্বপ্ন দেখবো, প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে রূপান্তরিত করবো এবং আমাদের প্রতিটি সংকল্প যেন বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করবো।"



*প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

শক্তিশালী দেশগুলির দুর্বল দেশগুলিকে শোষণ করা উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ভারত কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ১০০টিরও বেশি দেশে টিকা ও ওষুধ সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মূল নীতি মেনে চলে, ভারত জি-২০ এবং ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ঐক্যমত গড়ে তুলেছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই 'দিল্লি ঘোষণা'র সর্বসম্মত অনুমোদন সফলভাবে নিশ্চিত করেছিল। ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে সরাসরি বিশ্ব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশের নীতিগুলি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত দ্বারা চালিত না হয়ে, স্থায়ী সভ্যতার মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, একটি শক্তিশালী ভারত বিশ্ব স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ●




# বিকশিত ভারতের ভিত্তি...
# বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবন

*বিকশিত ভারতের সংকল্প সে সিদ্ধি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মৌলিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের এক মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতকে শুধু আবিষ্কারকে গ্রহণ করলেই চলবে না বরং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির গতিপথ নির্ধারণ করে বিশ্বকে নেতৃত্বও দিতে হবে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো দ্রুত বিকশিত প্রযুক্তির এই যুগে, উদ্ভাবনের গতির পাশাপাশি তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, নির্ভুলতা এবং সত্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ অক্টোবর 'উদীয়মান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সম্মেলন ২০২৬'-এর উদ্বোধন করেন।*

ভারতের যুবসমাজ যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। অতীতে, ভারত প্রায়শই অন্যদের অনুসরণ করতো, বিদেশী উদ্ভাবনগুলি শুরু হওয়ার বহু বছর পর গ্রহণ বা অভিযোজিত করতো। আজ, ভারত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে প্রযুক্তি বিকাশের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উল্লেখ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন – প্রথম প্রচেষ্টাতেই মঙ্গল গ্রহে পৌঁছানো থেকে শুরু করে চাঁদের অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে ভারতকে অবশ্যই ভবিষ্যতের প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, সাহসের সঙ্গে উদ্ভাবন করতে হবে এবং এই ধরণের প্রযুক্তি তৈরিতে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিতে হবে।

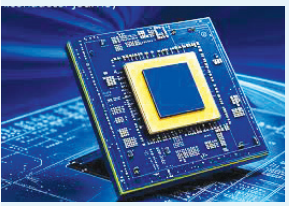
শূন্য এবং সংখ্যা পদ্ধতির আবিষ্কার থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতি পর্যন্ত, ভারতের রয়েছে আবিষ্কারের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন করে ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দেশ এখন এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গত এক বছরে অর্জিত অসংখ্য সাফল্য এই অগ্রগতিরই প্রমাণ।

## গবেষণাগার প্রযুক্তি

সরকার গবেষণাগার প্রযুক্তিতে ১২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং গত এক বছরে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও অতিরিক্ত ১২,০০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। সবমিলিয়ে মাত্র এক বছরে গবেষণা ও উন্নয়নে ২৪,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

## গত বছরের সাফল্যগুলি...

- বার্ষিক পেটেন্টের সংখ্যা ১,৫০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে - যা এক দশক আগে ৫০,০০০-এরও কম সংখ্যা থেকে একটি উল্লেখ্য বৃদ্ধি।
- একটি দেশীয় ৫০০-মেগাওয়াট প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর সফলভাবে 'ফার্স্ট ক্রিটিক্যালিটি' (যে পর্যায়ে একটি টেকসই পারমাণবিক চেন বিক্রিয়া শুরু হয়) অর্জন করেছে।
- একটি ভারতীয় স্পেস স্টার্টআপ 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' রকেট ব্যবহার করে প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফলভাবে একটি স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। দেশটি 'স্যাটেলাইট ডকিং' (মহাকাশে থাকা স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া) করার সক্ষমতাও অর্জন করেছে।
- দেশ একটি 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এর আয়োজন করেছে এবং নিজস্ব এআই মডেল চালু করেছে। এছাড়াও, ভারত বিশ্বব্যাপী দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সেমিকন্ডাক্টর চিপ রপ্তানি করা শুরু করেছে।



## ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী ক্ষেত্রগুলি

- সেমিকন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, উন্নত উপকরণ, রোবোটিক্স, মহাকাশ, পরিবেশবান্ধব শক্তি, এআই, সিন্থেটিক বায়োলজি এবং স্বায়ত্বশাসিত ব্যবস্থা।

**প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেক গবেষক, শিল্পপতি, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষার্থীকে একটি সুনির্দিষ্ট তিন বছরের লক্ষ্য নির্ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।**

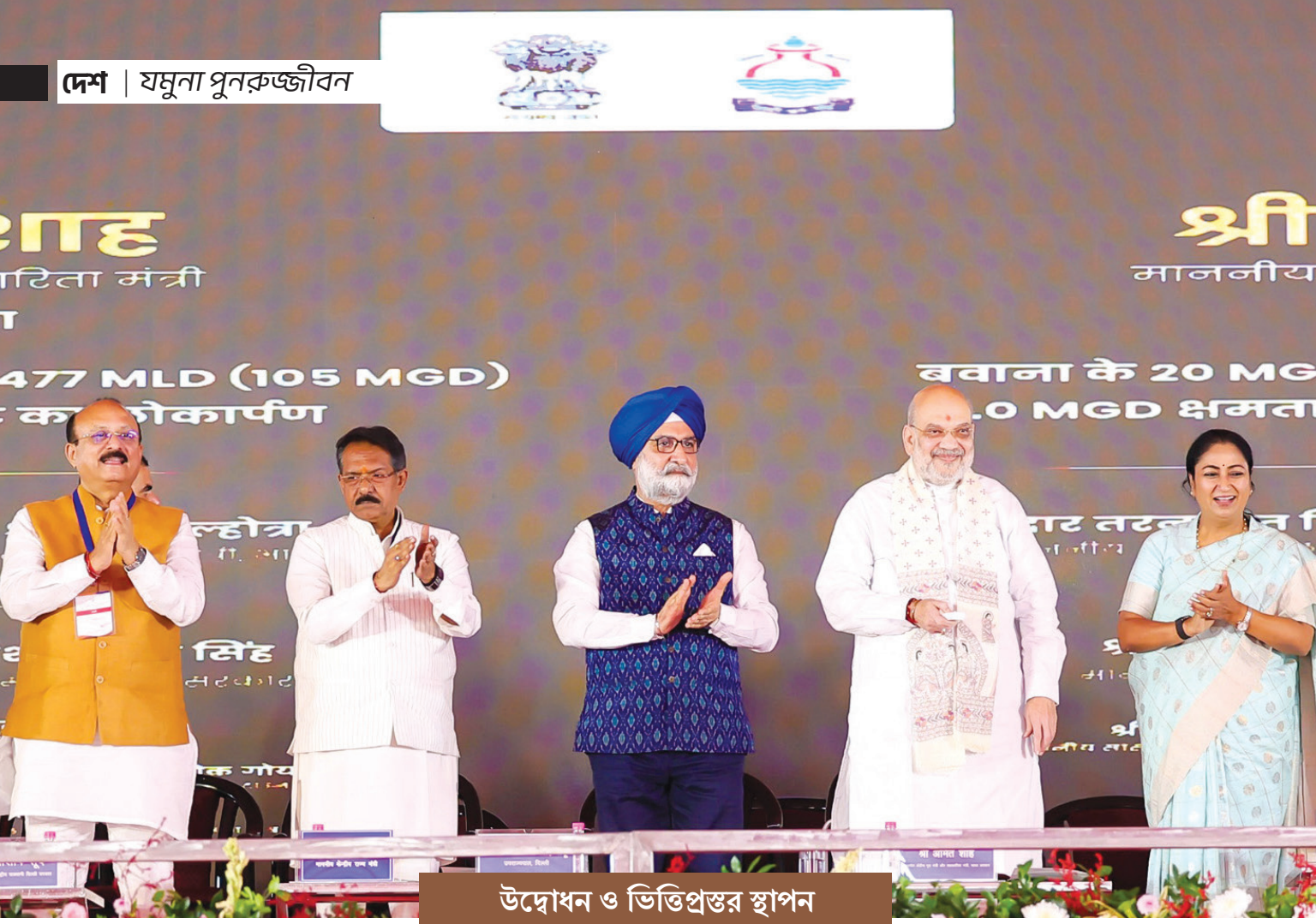


**এআই আমাদের দ্রুত উত্তর দিতে পারে। তবে, সেই উত্তরগুলির নির্ভুলতা যাচাই করার দায়িত্ব অবশ্যই বিজ্ঞানীর ওপর বর্তায়।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

*প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে বিজ্ঞানের প্রকৃত সাফল্য গবেষণাগারের বাইরে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত – সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বড় বড় প্রতিবন্ধকতার সমাধান এবং স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রগুলিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভারতীয় স্টার্টআপগুলি এই ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি মস্তিষ্কের কার্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য পরিধানযোগ্য ইইজি প্রযুক্তি, দেশীয় বেতার ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ পুষ্টি পণ্য, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি এবং স্টিল স্ল্যাগের মতো শিল্প বর্জ্যকে পুনঃব্যবহারযোগ্য সমাধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত স্টার্টআপ ও দেশীয় সংস্থাগুলির উদাহরণ তুলে ধরেন। ●




**উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন**
**যমুনা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের অনুষ্ঠান**

# ২০২৯ সালের মধ্যে যমুনা হবে নির্মল

***দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায়, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে যমুনাকে নির্মল করার জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ২২ অক্টোবর দিল্লিতে ৮,৯৪১ কোটি টাকার যমুনা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।***

*কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।*

দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায়, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে যমুনাকে পরিষ্কার করার জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ২২ অক্টোবর দিল্লিতে ৮,৯৪১ কোটি টাকার যমুনা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটা দিল্লির স্বপ্ন দেখে যেখানে থাকবে সুন্দর বাড়ি, বিশুদ্ধ জল, পরিস্কার রাস্তা এবং আবর্জনার পাহাড়মুক্ত পরিবেশ। এই শহরে, যমুনা একবার পরিস্কার হলে, দিল্লি থেকে সঙ্গম পর্যন্ত সব মানুষের ওপর তার আশীর্বাদ বর্ষণ করতে পারবে। এই কারণেই, এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক অটল সংকল্প নিয়ে এই মিশন গ্রহণ করেছেন। আজ, সেই সংকল্পের এক উল্লেখ্য অংশ পূরণ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে আজ ১০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরও ৩৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, মোট ৮,৯৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কয়েক লক্ষ




## দিল্লির রূপান্তর

- প্রধানমন্ত্রী মোদী যমুনাকে দূষণমুক্ত করার জন্য দিল্লি সরকারের কাছে একটি কর্মপরিকল্পনা পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনার ৪০% ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রায় ৩০ বছর ধরে দিল্লির পয়ঃবর্জ্য যমুনা নদীতে ফেলা হতো এবং দুগ্ধ খামারগুলি থেকে প্রতিদিন ২,০০০ টন গোবর নদীতে ফেলা হতো।
- 'আবর্জনার পাহাড়' (ল্যান্ডফিল) দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক কূটকৌশলের বিষয় ছিল। বর্তমান দিল্লি সরকার এই আবর্জনা পাহাড়ের উচ্চতা কমাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে; দুই বছরের মধ্যে এই স্থানগুলিকে বাগানে রূপান্তরিত করা হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় দিল্লি সরকার ২১.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ করেছে এবং ১০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করেছে।
- ওখলা এবং ভালসওয়ার আবর্জনার পাহাড়ের উচ্চতা ৩০ থেকে ৪০ মিটার কমানো হয়েছে, অন্যদিকে গাজিপুর ল্যান্ডফিলটি ১০ থেকে ১৫ মিটার নিচু করা হয়েছে।

**"দিল্লির প্রতিটি বাড়িতে পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ দেওয়ার জন্য আমরা একটি তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছি, যা বর্জ্য জলের সঠিক নিষ্কাশন নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে, আমরা প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্যও কাজ করছি।**

*— অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী*



লিটার জল বিশুদ্ধ হয়ে যমুনা নদীতে প্রবাহিত হবে। আজ উদ্বোধন করা উদ্যোগগুলি দিল্লির বিভিন্ন এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং বিদ্যমান পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার (এসটিপি) উন্নতকরণ ও নতুন শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিকেন্দ্রীভূত এসটিপি পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং বাড়ির পয়ঃনিষ্কাশন লাইনগুলিকে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে ২০২৯ সালের মে মাসের অনেক আগেই যমুনা নদী পরিস্কার হয়ে যাবে।

## যমুনাকে দূষণমুক্ত করার সংকল্পে নতুন গতি

দিল্লি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে – যার মধ্যে রয়েছে জল পরিশোধন কেন্দ্র, পুনর্ব্যবহার কেন্দ্র, পয়ঃনিষ্কাশন কেন্দ্র, পয়ঃনিষ্কাশন পাম্পিং স্টেশন এবং বাড়ির পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ - প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লিটার বর্জ্য জল যমুনায় পৌঁছানোর আগেই পরিশোধিত হবে। এটা যমুনাকে দূষণমুক্ত করার সংকল্পে নতুন গতি আনবে। ●



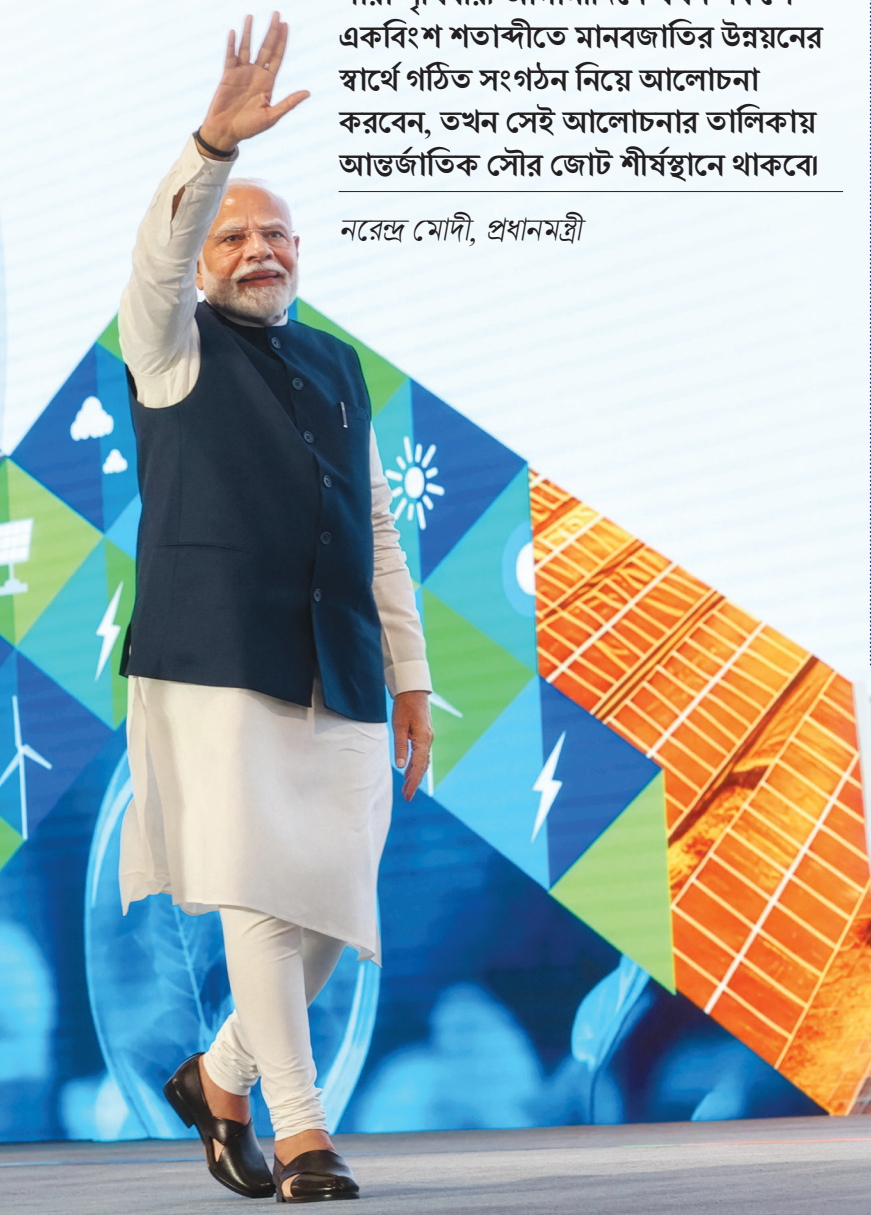
আন্তর্জাতিক সৌর জোটের একাদশবর্ষ পূর্তি

# আন্তর্জাতিক স্তরে সৌরশক্তির সম্প্রসারণে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন

*বর্তমান সময়কালে সৌরশক্তি অত্যন্ত মূল্যবান একটি জনসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সৌরশক্তির দ্বারা চালিত এই পরিবর্তনের বেশকিছু তাৎপর্য রয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর এই কারণে ভারত ও ফ্রান্স যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সৌর জোট (আইএসএ)-এর সূচনা করে। সৌরশক্তি সম্প্রসারণে যে কোন ধরনের বাধা দূর করাই এই জোটের মূল উদ্দেশ্য। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করাই জোটের উদ্দেশ্য।*

**“ আন্তর্জাতিক সৌর জোট পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিপ্লবের চালিকাশক্তি। এই জোট শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর। আগামীদিনে যখন সকলে একবিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির উন্নয়নের স্বার্থে গঠিত সংগঠন নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন সেই আলোচনার তালিকায় আন্তর্জাতিক সৌর জোট শীর্ষস্থানে থাকবে।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*



ভারত ও ফ্রান্স রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন কপ-২১-এ আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সূচনা করে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের মূলে সৌরশক্তিকে স্থাপন করাই এই জোটের উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই জোট আন্তর্জাতিক এক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। গত ১১ বছরে আন্তর্জাতিক সৌর জোট বিশ্বজুড়ে সৌরশক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যেখানে এই শক্তির চাহিদা সব থেকে বেশি, সেখানে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে জোট উৎসাহ দিয়েছে। এর ফলে, উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলিতে আন্তর্জাতিক স্তরে জ্বালানির ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে আইএসএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সৌরশক্তির চাহিদা পূরণে, এই শক্তিকে আরও ব্যয়সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে সূর্যের আলো প্রচুর রয়েছে এধরনের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এই জোটের ১৩০টি সদস্য এবং জোটে অংশগ্রহণের জন্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির সৌরশক্তির ব্যবহারের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সৌর জোট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

## আইএসএ-র চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ

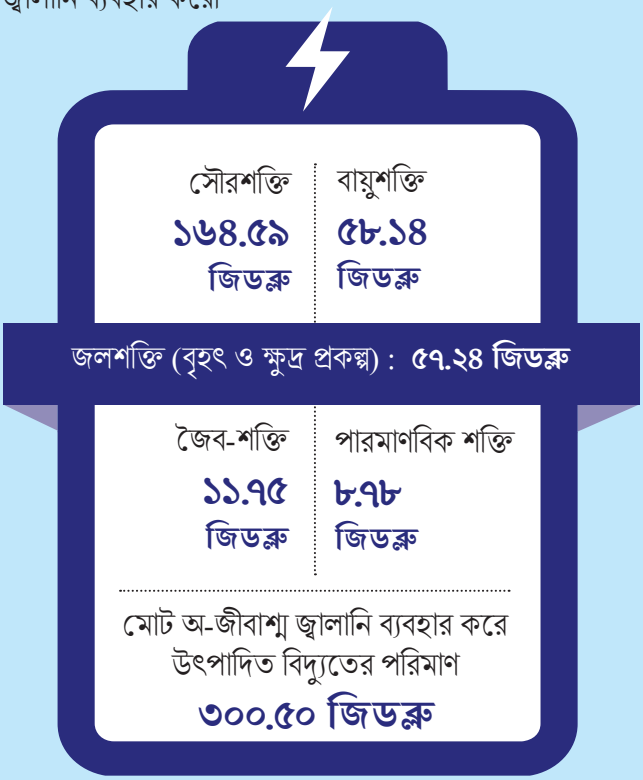
- **অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে অনুঘটকের ভূমিকা পালন :** বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ টানতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন।
- **আন্তর্জাতিক স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির কেন্দ্র ও ডিজিটাইজেশন :** উদ্ভাবন, ডিজিটাল মঞ্চ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- **আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রভিত্তিক প্রকল্প :** স্থানীয়স্তরে চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন।
- **কারিগরি পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন :** সৌরশক্তি উৎপাদনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

আইএসএ চুক্তিভিত্তিক আন্তঃসরকারি মঞ্চ হিসেবে তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেয়, বিভিন্ন নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমন্বয় বৃদ্ধি করে।

**পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সৌরশক্তি অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০১৪ সালে দেশে সৌরশক্তি উৎপাদন হতো ২.৮ জিডব্লু। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬৫ জিডব্লু-এ পৌঁছেছে। একইভাবে ২০১৪ সালে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ২১ জিডব্লু বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো, বর্তমানে তা ৫৮ জিডব্লু অতিক্রান্ত করেছে।**

## সৌরশক্তি, জলশক্তি, বায়ুশক্তি এবং পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন

সৌরশক্তি, জলশক্তি, বায়ুশক্তি এবং পারমাণবিক শক্তির মতো অ-জীবাশ্ম জ্বালানিকে ব্যবহার করে ভারত তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। ২০২৬ সালের ৩১ জুলাইয়ের হিসেবে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩০০ গিগাওয়াট (জিডব্লু)-এর বেশি হয়েছে। ভারতের পরিকল্পনা ২০৩০ সালের মধ্যে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০ গিগাওয়াটে উন্নীত করা। এই মুহূর্তে সেই লক্ষ্য পূরণের ৬০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এছাড়াও দেশে এখন মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৫৫২ জিডব্লু। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৪ শতাংশের বেশি আসে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে।




আন্তর্জাতিক সৌর জোটকে রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়ায় 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড' উদ্যোগটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। আন্তর্জাতিক সৌরজোটের মাধ্যমে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারে দ্বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়াও সৌরশক্তির সাহায্যে সেচের কাজ করা এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক আর্থিক সহায়তার মঞ্চ হিসেবে এটি কার্যকর হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্লোবাল সোলার ফেসিলিটি। আন্তর্জাতিক সৌর জোট সৌরশক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করে। জ্বালানির ব্যবহারে পরিবর্তন আনার পদক্ষেপ যাতে জনমুখী, পরিবর্তনশীল এবং সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে, আইএসএ সেটি নিশ্চিত করে। এছাড়াও এই জোটের সদস্য রাষ্ট্র এবং অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আইএসএ সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইটের সূচনা করেছে।

ভারতে সৌরশক্তির ব্যবহার নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। সৌরশক্তির বাজারে ভারতের সাফল্য প্রমাণ করে সংশ্লিষ্ট নীতির প্রতি সহায়তা প্রদান, সৌরশক্তির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন, শক্তিশালী পরিকাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান জনঅংশীদারিত্ব অত্যন্ত সহায়ক হয়। ভারত তার 'পঞ্চামৃত' অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সহায়তায় ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণকে শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যও নির্ধারিত হয়েছে। সৌরশক্তি এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে অ-জীবাশ্ম জ্বালানিকে কাজে লাগিয়ে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সৌরশক্তি সহায়ক হবে।

# কাশীর নমো ঘাটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর শৌর্য প্রদর্শন

*প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬ অক্টোবর নমো ঘাটে ভারতীয় বিমাহবাহিনীর বিশেষ প্রদর্শনী 'উইংস ওভার গ্যাঞ্জেস'-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি নতুন একটি বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। এর ফলে, বেশ কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শ্রী মোদীকে বারাণসীতে আয়োজিত একটি রোড শো-এ হাজার হাজার মানুষ অভ্যর্থনা জানান।*

## মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে নতুন একটি বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে, বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন শিল্পে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন এই কেন্দ্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এখানে মহিলারা বেশি কাজের সুযোগ পাবেন। তাঁরা এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এই উদ্বোধনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন-ভিত্তিক উন্নয়নে উত্তরপ্রদেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে উৎপাদিত বস্ত্র বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে যাবে। যেহেতু এই উদ্যোগটি মহিলাদের নেতৃত্বে করা হচ্ছে, তার ফলে এটি 'মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন'-এর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে। এর ফলে বারাণসীতে শিল্পের প্রসার ঘটবে। মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার নতুন নতুন সুযোগ পাবেন এবং তাঁরা আরও উন্নতি করবেন।

## রাফায়েল এবং মিরাজের ক্ষমতা ও নির্ভুল লক্ষ্যভেদের প্রদর্শন

প্রধানমন্ত্রী বিমানবাহিনী দিবসে বারাণসীর নমো ঘাটে একটি প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর ৯৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই প্রদর্শনীর মূল ভাবনা ছিল – 'উইংস ওভার দ্য গ্যাঞ্জেস'। তেজস, লাইট কম্ব্যাট হেলিকপ্টর – প্রচণ্ড, এসইউ-৩০ এমকেআই এবং রাফায়েল ছাড়াও পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত বিমানগুলিও এই প্রদর্শনীতে যোগ দেয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথমসারির সূর্যকিরণ এরোনেটিক টিম এবং সারং হেলিকপ্টারও প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। এখানে নিখুঁতভাবে ওড়া, পারস্পরিক সমন্বয় এবং পরিচালনগত শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়।




**"কাশীর রোড শো-এ আমি আমার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যে অফুরাণ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

*প্রধানমন্ত্রী মোদীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন*

প্রদর্শনীর সময় একটি এসইউ-৩০ যুদ্ধবিমান দুটি জাগুয়ার বিমানের গতি রোধ করে। এর মাধ্যমে ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণাত্মক কৌশল এবং প্রতিরক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনটি রাফায়েল যুদ্ধবিমান 'নীলকণ্ঠ ফরমেশন'-এর মাধ্যমে বিশেষ একটি প্রদর্শনী 'থ্রি ওয়ে স্প্লিট' উপস্থাপিত করে। নিখুঁত এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ভারতীয় বিমানবাহিনীর দক্ষতা ও প্রতিনিয়ত সমন্বয়ের প্রতীক।



**PMO India** ✓
@PMOIndia

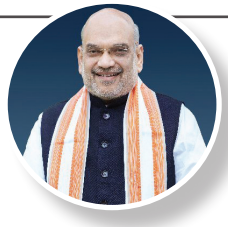
हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है।

और हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण को, किसानों को सशक्त करने को प्राथमिकता दी है: PM @narendramodi



**Rajnath Singh** ✓ @rajnathsingh ·

सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता को आकार दिया, लेकिन लंबे समय तक उनकी गौरवशाली विरासत को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। प्रधानमंत्री @narendramodi ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस और देशव्यापी आयोजनों के माध्यम से उनकी गौरवशाली विरासत को उचित सम्मान और नई पहचान दिलाई, क्योंकि हमारा मानना है कि सरदार पटेल का सम्मान, भारत का सम्मान है।



**Amit Shah** ✓
@AmitShah

इसी वर्ष 31 मार्च को देश नक्सलमुक्त हो चुका है और अब 31 दिसंबर 2029 तक नशे से पूरी तरह मुक्त होगा। 'विकसित भारत' का पहला चरण नशामुक्त भारत ही है।



**Nitin Gadkari** ✓
@nitin_gadkari

A PROUD MOMENT FOR INDIA!🇮🇳

Our para-athletes have scripted history at the Asian Para Games, bringing home a record 114 🥇🥈🥉 and showcasing the extraordinary power of courage, perseverance and sporting talent.

Heartiest congratulations to every athlete who made the Tricolour soar high. Under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji, India's commitment to nurturing sporting talent is opening new horizons for our athletes to excel on the global stage.💪🔥



**Kiren Rijiju** ✓ @KirenRijiju ·

आज हमने Defence, Space और Nuclear Energy के संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई है। इन सभी Strategic क्षेत्रों में हम पोलैंड की Companies को भारत के साथ Co-Development और Co-Production करने के लिए आमंत्रित करते हैं: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

#IndiaPolandFriendship



**Arjun Ram Meghwal** ✓ @arjunrammeghwal

देश की 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव मजबूत करने वाले सरदार पटेल जी का अदम्य साहस, दूरदर्शिता एवं राष्ट्रसेवा सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे।

भारत की एकता एवं अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की आ
सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

#SardarPatelJayanti #NationalUnityDay

# Opposition has forgotten its duty, believes in obstruction now: Modi

PM warns of 'intellectual Naxalism' at 151st birth anniversary of Sardar Patel in Ekta Nagar

DILIP SINGH KSHATRIYA
@ Ahmedabad

PRIME Minister Narendra Modi on Saturday sharpened his attack on the Opposition, accusing it of abandoning its constitutional role and turning into an "obstructionist force" against development. He also warned against "intellectual Naxalism" and urged people to protect national unity.

Modi was addressing a gathering at the Parade Ground in Gujarat's Ekta Nagar on the occasion of National Unity Day, marking the 151st birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. He administered the unity pledge ahead of the Rashtriya Ekta Parade.

The PM said the Opposition has transformed from "Virodh Paksh" (opposition) into "Avrodh Paksh" (obstruction). While questioning government policies was its responsibility, deliberately stalling development and fuelling divisions could not be defended as democratic dissent, he added.

"It is our misfortune that the Opposition in this country has forgotten its duty," Modi said, alleging that political frustration has made obstructionism the core of its politics. He accused unnamed forces of undermining the Constitution and conspiring to trigger conflict among communities. Referring to alleged meetings abroad and support from "anti-India forces", he asked who was echoing the language of the country's enemies. He did not identify individuals or provide details of the alleged links.

The PM called for vigilance against attempts to damage India's image through social media. Although Naxalism has been eradicated from across the country, he said, "ideological Naxalism" remains a threat. His warning against "dimagi Naxals" extended the government's security narrative beyond armed insurgency to an ideological challenge.

"No matter how dire the circumstances may become, we must not allow the great endeavour of national unity to be halted," the PM said, invoking Patel's role in integrating more than 550 princely states after Independence. Modi described the Statue of Unity as a symbol of the collective contribution that built the nation. He said freedom gave India the power to shape its future, while the Constitution provided direction and ensured accountability to citizens.

Modi said the parade was a celebration of participation and national pride, showcasing the valour of police and security personnel alongside India's heritage and aspirations. He urged every effort to be guided by the goal of building a strong, developed India by 2047. Earlier, Modi paid tribute to Patel at the Statue of Unity, as two Indian Air Force helicopters showered petals on the monument. He inaugurated and laid foundation stones for projects worth more than ₹400 crore.

During his visit, Modi toured Ekta Nagar's Rain Forest and Vaman Vruksh Vatika. Spread across 47,000 square metres near Vaghadiya Checkpost and Nava Gora Bridge, the Rain Forest was developed at a cost of ₹9.49 crore. Its 220-metre glass-deck skywalk is among its attractions. The Prime Minister walked across the bridge and inspected the facility, adding a tourism-development dimension to the day's political messaging.



PM Modi during the 'Rashtriya Ekta Diwas' celebrations in Gujarat's Ekta Nagar | PTI

**Artistes from Maoist-hit dists present transformation**

Two thousand artistes from 126 districts, which were once under the shadow of Maoist insurgency, presented a story of their transformation from a landscape of fear and violence to Naxal-free India in a performance at the Ekta Diwas Parade in the presence of the PM.

# Monitor welfare schemes closely: PM to chief secys

**New Delhi:** PM Narendra Modi Wednesday called for tighter monitoring of welfare schemes and infrastructure projects, asking chief secretaries to review their implementation with DMs every month.

Chairing the monthly IT-based Pragati meeting, PM is learnt to have raised concerns over delay in land acquisition for projects and slow progress in redevelopment of Ahmedabad railway station. He directed agencies to complete the redevelopment project by Aug 2027 at any cost, an official said.

Modi reviewed infrastructure projects worth over Rs 16,000 crore covering railways, PM Ekta Malls and bulk drug parks across 31 states and Union territories.

He underlined that PM Ekta Malls should provide markets for local products, strengthen livelihoods of artisans and help them expand their enterprises. TNN

# Will serve people of India till my last breath: Modi

Seen as riposte to Cong chief Mallikarjun Kharge's 'baap' remark

DILIP SINGH KSHATRIYA
@ Ahmedabad

PRIME Minister Narendra Modi on Friday said that he would serve the people of India till his last breath, in an indirect response to Congress president Mallikarjun Kharge's recent controversial remark that "even Modi's father will have to go".

"*Jeevan ke antim kshan tak janta ki seva main hi juta rahunga* (I will continue to serve the people until my last breath)," Modi said while addressing farmers after inaugurating the Bharat Bovine Breeding and Research Centre at Bhildi town in Gujarat's Banaskantha district.

During the roadshow, Modi's supporters were seen carrying placards that read *Modi kahin nahi jayega* (Modi is not going anywhere) as a direct counter-response to Kharge's comment made at a public rally in Bihar last week, which kicked up a political storm.

In his address, Modi accused the Opposition parties of rejoicing whenever the country faces a crisis. He alleged they tried to spread panic over the availability of fertilisers and cooking gas amid the ongoing conflict in West Asia.

Without taking names, he said: "They sowed fear among farmers, claiming fertilisers would become unavailable. They created artificial queues and created a sense of panic."

After laying the foundation stones for development projects worth ₹14,000 crore, he claimed farmers across the country have received or saved more than ₹50 lakh crore through major government schemes, adding that his government transformed agricultural support through direct transfers, fertiliser subsidies, MSP payments and crop insurance.

Modi said his government has placed farmers, particularly small cultivators, at the centre of its policies. He also took a swipe at previous governments, accusing them of neglecting small farmers.

"Since independence, the needs of these small-scale farmers were never understood, and they were never even consulted," Modi said, adding that farmers cultivating small landholdings account for more than 85% of the country's farming population.

Highlighting the financial assistance extended to farmers, the PM said the agricultural budget has increased fivefold and around ₹4.5 lak hcrore has been transferred directly to farmers' accounts under PM Kisan Samman Nidhi.

On Friday, ₹18,000 crore was released to nearly 10 crore farmers, including over 50 lakh beneficiaries in Gujarat.



Prime Minister Narendra Modi speaks at an event in Banaskantha, Gujarat | PTI

> **There are those who wish to see the country in distress—they actually derive pleasure when the nation faces hardship. Whenever a crisis befalls the country, they find joy in it**
>
> — Narendra Modi, PM

# Cabinet clears ₹29,267 cr for container, sports goods mfg

Manas Pimpalkhare
manas.pimpalkhare@htlive.com
NEW DELHI

The Union cabinet has approved ₹20,267 crore in new schemes to expand domestic manufacturing of shipping containers and sports goods, and strengthen rural local governments, as the government seeks to build industrial capacity and improve resource allocation at the grassroots.

The Cabinet also approved a 3% increase in dearness allowance (DA) for central government employees and dearness relief (DR) for pensioners ahead of the festive season, entailing an expenditure of ₹10,080 crore from the public exchequer, information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw said at a briefing on Wednesday. He called the increase "a Diwali gift from the government".



Information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw speaks at a briefing on Union cabinet decisions on Wednesday.

The support will amount to ₹15,500 over 30 lost-cost manufacturers cheaper financing via a 3% interest subsidy for setting up plants, along with concessional lease rates on land owned by ports. It earmarks ₹8,800 crore, 90% of the total outlay, for operational expenditure (opex) support

জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (এনসিসি) দিবস : ২২ নভেম্বর

# এনসিসি : যুবশক্তির ক্ষমতায়ন

*দেশের যুব সম্প্রদায়কে আত্মপ্রত্যয়ী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এনসিসি একটি যথার্থ মঞ্চ যেখানে যোগদান করে তারা দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে ব্রতী হয়। দেশজুড়ে এনসিসি নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার অঙ্গ হিসেবে একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের আরও বেশি করে এনসিসি-র সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এনসিসি হল সেই সংগঠন যে ভারতের যুব সম্প্রদায়কে আত্মপ্রত্যয়ী, দক্ষ এবং সামাজিক কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।*

**“**

**এনসিসি আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি নিজে এনসিসি-র ক্যাডেট ছিলাম, সেই সময় অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এনসিসি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাব, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং সেবা করার মানসিকতা গড়ে তোলে।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

## এনসিসি-তে ২০ লক্ষের বেশি ক্যাডেট

- ১৯৪৮ সালে ২০,০০০ ক্যাডেটকে নিয়ে এনসিসি গঠিত হয়। আজ এই প্রতিষ্ঠানে ২০ লক্ষের বেশি ক্যাডেট রয়েছে। এর ফলে এটি বিশ্বের বৃহত্তম উর্দিধারী যুব সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- এই সংগঠনে ২০১৪-২৫ সময়কালে ৬ লক্ষ ক্যাডেট যোগদান করেছে। বর্তমানে দেশের ৭৫০টিরও বেশি জেলায় এর কর্মসূচি পালিত হয়।




নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 NOVEMBER 16-30, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: November 4, 2026 Pages: 46)

**EDITOR IN CHIEF**
**Dhirendra Ojha**
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

**PUBLISHER:**
**Kanchan Prasad**
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

**PUBLISHED FROM:**
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003